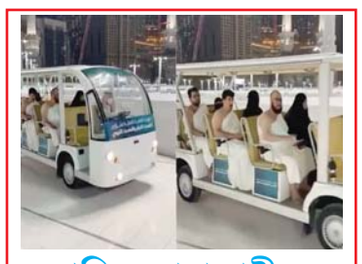

পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফে চালু হল অত্যাধুনিক যান

● ● ● ●

সারে-জমিন

সিএএ বাতিলের দাবিতে পার্ক সার্কাসে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে পৃথিবী মাত্র এক ধাপ দূরে'

সম্পাদকীয়

মরক্কোর কাজী থেকে ইতিহাস বিখ্যাত পর্যটক

রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৪ মার্চ, ২০২৪
১০ চৈত্র ১৪৩০
১৩ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

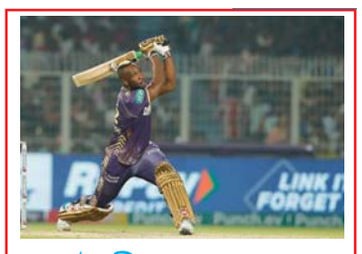

নাটকীয়তার ম্যাচে শেষ বলে কলকাতার জয়

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 82 ■ Daily APONZONE ■ 24 March 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম হার ৬৮.৫ শতাংশ

আবু তাহের ও মুহাম্মদ সেলিমের জোর লড়াইয়ে কেল্লা ফতে করবেন কে?

জাইদুল হক

আপনজন: সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী ঘোষণা করেছে মুহাম্মদ সেলিমকে। শনিবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু দ্বিতীয় দফায় বামফ্রন্টের যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিমের নাম ঘোষণা করেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের জন্য। বামফ্রন্টের ইতিহাসে রাজ্য সম্পাদক হিসেবে নির্বাচনে লড়াই করার নজির খুব কম। ২০১৬ সালে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক থাকাকালীন সূর্যকান্ত মিশ্রকে মেদিনীপুরের নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিএমের প্রার্থী করা হয়েছিল। এবার সেলিম হলেন সিপিএমের দ্বিতীয় রাজ্য সম্পাদক যাকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হল। তবে, লোকসভায় প্রার্থী হিসেবে সিপিএমের হয়ে প্রথম মুহাম্মদ

২০২৪

মুর্শিদাবাদ

সেলিমই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে, সেলিম দক্ষ সাংসদ হিসেবে আগেও পরিচয় রেখেছেন। তবে, তার লোকসভায় লড়াই করার ক্ষেত্রটা এই নিয়ে বার তিনেক পাল্টে গেল। কিন্তু এবারে লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার পরিস্থিতিটা অনেকটা কঠিন সেলিমের। এর আগে লোকসভায় প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ২০১৪ সালে উত্তর কলকাতা কেন্দ্র থেকে। সেসময় তিনি জাঁদরেল তৃণমূল প্রার্থী অজিত পাঁজাকে হারিয়ে দেন। এরপর তিনি ভোটে দাঁড়ান রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে থেকে ২০২১৯ সালে। কিন্তু একদিকে বিজেপি, অন্যদিকে কংগ্রেস ও তৃণমূল প্রার্থী থাকায় সেলিমকে নিয়ে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ভোট কাটাকাটির খেলায় সেলিম মাত্র ১৪.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তৃণমূল প্রার্থী কানাইলাল আগরওয়ালকে পিছনে ফেলে জিতে যান বিজেপি প্রার্থী। আর চতুর্থ স্থান হয় কংগ্রেসের। যদিও রায়গঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ দীপা দাশমুন্সী মাত্র ৬.৬ শতাংশ ভোট পাওয়ায় জামানত জব্দ হয়।

এবার উত্তরবঙ্গ ছেড়ে মুহাম্মদ সেলিম লড়তে নামলেন মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে। অবশ্য, মুহাম্মদ সেলিম মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে লড়াই করায় এই কেন্দ্রটি এখন নজরকাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সেলিমকে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে সিপিএমে লড়াইয়ে নামানোর পিছনে নানা কারণ থাকলেও তার এই প্রার্থী হওয়ার পিছনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরির বিশেষ বদান্যতা রয়েছে। অধীর আগেই জানিয়েছিলেন, মুহাম্মদ সেলিম মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে প্রার্থী হলে কংগ্রেস সেখানে প্রার্থী দেবে না। কংগ্রেস সত্যিই মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে প্রার্থী দেয়নি। তাই সেলিম মুর্শিদাবাদে প্রার্থী হওয়ায় সেখানে মূলত ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ আসনের সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রে ভোটপ্রাপ্তির হার %

তৃণমূল: ৪২% বিজেপি: ১৭.২% কংগ্রেস: ২৬.২৬% বাম: ১২.৫৬%

বিধানসভা কেন্দ্র	তৃণমূল	বিজেপি	কংগ্রেস	সিপিএম
ভগবানগোলা	৪৫	৭.৫	৩৩	১২.৫
রানিনগর	৪৬.২	৮.৫	২৬.৯	১৬.৫
মুর্শিদাবাদ	৩৬	৩৭.৬	১৮.২	৬
হরিহরপাড়া	৪৪.৪	৭.৪১	৩৪.৩	১১.৫
ডোমকল	৪১.৩	৫	৩৪.৬	১৭.৪
জলঙ্গি	৩৮.৭	১৭	২৬.৭১	১৫.৭
করিমপুর	৪২.৯	৩৫.৯	১০.৮	৮.৬

সূত্র: জাতীয় নির্বাচন কমিশন

মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনের সাত বিধানসভায় জয়ী বিধায়ক (২০২১ সালের)

বিধানসভা কেন্দ্র	নাম	দল	ভোটপ্রাপ্তি %
ভগবানগোলা	ইদ্রিশ আলি	তৃণমূল	৬৮.০৬
রানিনগর	আবদুল সৌমিক হোসেন	তৃণমূল	৬০.৭৯
মুর্শিদাবাদ	গৌরীশংকর ঘোষ	বিজেপি	৪১.৮৭
হরিহরপাড়া	নিয়ামত সেখ	তৃণমূল	৪৭.৫২
ডোমকল	জাফিকুল ইসলাম	তৃণমূল	৫৬.৪৫
জলঙ্গি	আবদুর রাজ্জাক	তৃণমূল	৫৫.৭৫
করিমপুর	বিমলেন্দু সিংহ রায়	তৃণমূল	৫০.০৮

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন

মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের হার

ভোটার: ১৪৩৮৭৩০ মোট বুথের সংখ্যা: ১৯০৭ মুসলিম: ৬৮.৫%

বিধানসভা কেন্দ্র	মুসলিম %
ভগবানগোলা	৮৫.৭
রানিনগর	৮১.৩
মুর্শিদাবাদ	৪২.৯
হরিহরপাড়া	৭৮.৭
ডোমকল	৮৪.৬
জলঙ্গি	৬৮.৯
করিমপুর	৩৭.৪

সূত্র: জনগণনা ২০১১ ও ২০১৯-এর ভোটার তালিকা

কিন্তু লড়াইটা খুব সহজ নয়। বর্তমানে রাজ্যে সিপিএমের একজনও বিধায়কও নেই। সেই পরিস্থিতিতে লোকসভার আসনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে সেলিমকে দিয়ে একটা বাজি রাখল সিপিএম।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটি বর্তমানে তৃণমূলের দখলে থাকলেও সেখানকার সাত বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, হরিহরপাড়া, ডোমকল ও জলঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্র। আর নদিয়ার করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্র। এর মধ্যে ভগবানগোলার বিধায়ক ইদ্রিশ আলির মৃত্যু হওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন হবে। যদিও এখনও সেখানে প্রার্থী ঘোষণা করেনি কোনও দল। তবে,মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে ভগবানগোলা। কারণ, ভগবানগোলা ও রানিনগর বিধানসভা এলাকা থেকে বিপুল ভোট পাওয়ায় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খানের জেতা সহজ হয়ে উঠেছিল। এবারও তিনি এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন যেহেতু হেভিওয়েট প্রার্থী মুহাম্মদ সেলিম তাই মুর্শিদাবাদের মানুষ জোর লড়াই দেখবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এখন প্রশ্ন, সত্যিই কি আবু তাহের খানের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ সেলিম প্রার্থী হওয়ায় তৃণমূল চাপের মুখে পড়তে পারে? যদিও গত লোকসভা নির্বাচন ও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রটি কিন্তু তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। সেই ঘাঁটিতে থাবা বসাতে সিপিএম অস্ত্র করতে চাইছে সেলিমকে। আর তাতে সহায়তা দিচ্ছে কংগ্রেস।

এর সবটাই নির্ভর করছে মুর্শিদাবাদের বিপুল সংখ্যক মুসলিম ভোটারদের উপর। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের তথ্য অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের হার ৬৮.৫ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের মুর্শিদাবাদ ও করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি বাদে বাকি পাঁচটি বিধানসভা এলাকায় মুসলিমের হার ৬৫ শতাংশের বেশি। সবচেয়ে বেশি মুসলিম ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে। সেখানে মুসলিমদের হার ৮৫.৭ সাত শতাংশ। এছাড়া, রাহিনগরে ৮১.৩ শতাংশ, হরিহরপাড়ায় ৭৮.৭ শতাংশ, ডোমকলে ৮৪.৬ শতাংশ ও জলঙ্গিতে ৬৮.৯ শতাংশ মুসলিম ভোট। আর এই পাঁচটি কেন্দ্রের উপরই সবসময় নির্ভর করে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে কে জিতবে। একসময় মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটি কংগ্রেসের খাসতালুক ছিল। ২০০৯ সালে শেষ বার কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল মান্নান হোসেন সাংসদ হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে। মান্নান হোসেন ২০১৪ সালে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হয়ে লড়লেও ভোট কাটাকাটির খেলায় সিপিএম প্রার্থীর কাছে হেরে যান। তার মূলে ছিল ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সে সময় জয়ী সিপিএম প্রার্থী বদরুদ্দোজা খান মাত্র ৩৩.২ শতাংশ পেয়ে জয়ী হন। মান্নান হোসেন পেয়েছিলেন ৩১.৭ শতাংশ ভোট। আর তৃণমূল প্রার্থী মুহাম্মদ আলি পেয়েছিলেন ২২.৪ শতাংশ ভোট।

এর পরে তিনি মান্নান হোসেন অবশ্য তৃণমূলে যোগ দেন। তার পুত্র সৌমিক হোসেন রানিনগরের তৃণমূল বিধায়ক। তাই তৃণমূলের শক্ত জমিনে কঠিন 'খেলা হবে' মুহাম্মদ সেলিমের। আসলে সিপিএম ও কংগ্রেসের পরিকল্পনা হল বিজেপি বাদে তৃণমূল বিরোধী ভোট একত্র করে রাজ্যের শাসক দলকে হারানো। কংগ্রেস ও আইএসএফ মুর্শিদাবাদে প্রার্থী না দেওয়ায় সেলিমকে সেই সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু কতটা লড়াই দিতে পারেন সেলিম তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে তৃণমূলেরই আধিক্য। বাম ও কংগ্রেস জোট করলেও তৃণমূলের থেকে কোনও আসন ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল ইদ্রিশ আলিকে। সিপিএম প্রার্থী করেছিল কামাল হোসেনকে। বিজেপিও মেহবুব হোসনে নামে একজন মুসলিমকে প্রার্থী করেছিল। কিন্তু তা কাজে আসেনি। ধর্মীয় মেরুকরণের খেলা খেললেও ভগবানগোলার সিংহভাগ মুসলিম ও হিন্দু তৃণমূলকেই বেছে নেয়। রানিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রদান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কংগ্রেস। তৃণমূলের আবদুল সৌমিক হোসেন ৬০.৭৯ শতাংশ ভোট পেলেও কংগ্রেস প্রার্থী ফিরোজা বেগমকে মাত্র ২৪.৮৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষান্ত থাকতে হয়। এমনকি বিজেপি মাসুয়ারা খাতুনকে প্রার্থী করেও ভোট পায় মাত্র ৯.৫৩ শতাংশ। এই বিধানসভা কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী করেছিল গোলাম মাসুম রেজাকে। কিন্তু তিনি মাত্র ১.২৫ শতাংশ ভোট পান। মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে এখন বিজেপি বিধায়ক। তৃণমূল ও কংগ্রেসের ভোট কাটাকাটির খেলায় জেপি প্রার্থী গৌরীশংকর ঘোষের ভাগ্য খুলে যায়। গৌরীশংকর ঘোষের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল শাওনী সিংহ রায়কে। শাওনী মাত্র ২৪৯১ ভোটে বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে যান। কংগ্রেস প্রার্থী নিয়াজুউদ্দিন সেখ ২৮৮৩৫ ভোট পাওয়ায় শাওনীর জয়ের রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয় নোটা। নোটায় ভোট পড়েছিল ২৯০৪টি। এই মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রটি ছাড়া করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি কিছুটা শক্তিশালী। করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি হারলেও ৩৯.৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। বিজেপি জলঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রে ১৭ শতাংশ ভোট পেলেও বাকি সব বিধানসভা কেন্দ্রে ৯ শতাংশও ভোট পায়নি। তবুও লোকসভা নির্বাচনে এবার মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে মুর্শিদাবাদের বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষকে। এবার বিজেপি ধর্মীয় মেরুকরণে খেলা খেলতে চাইছে। যদিও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মুসলিম ভোট পাওয়ার আশায় প্রার্থী করেছিল হুমায়ুন কবিরকে। হুমায়ুন কবির ১৭.২ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল। সিপিএম ছিল চতুর্থ স্থানে। তবে সেই হুমায়ুন কবরি পরে তৃণমূলে যোগ দেন। বর্তমানে ভরতপুরের তৃণমূলের বিধায়ক। তাই এবার আর সেই ভুল না করে মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র গৌরীশংকর ঘোষকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। সিপিএম মুহাম্মদ সেলিমকে প্রার্থী করায় গৌরীশংকর ঘোষকে যে অনেকটা ব্যাকফুটে যেতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। সিপিএমের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে জোটের প্রার্থী হিসেবে সেলিমকে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন অধীর চৌধুরি। অবশেষে বাম নেতৃত্ব তাতে সিলমোহর দিয়েছে। ঝানু রাজনীতিবিদ সেলিম অঙ্ক কষেই বাম নেতৃত্বের ইচ্ছায় সায় দিয়েছেন। কারণ ভোট প্রাপ্তির নিরিখে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের পরের স্থান কংগ্রেসের। ২০২১ বিধানসভা ভোটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে সাতটি বিধানসভায় কংগ্রেস ও সিপিএমের মিলিত ভোটের হার ৩৮.৮২ শতাংশ। আর তৃণমূলের একার ৪২ শতাংশ। তফাত মাত্র ৩.১৮ শতাংশ। কিন্তু মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রটি আবু তাহেরের শক্ত জমিন। গত পাঁচ বছরে তার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে নিয়েছেন। সেটাকে টপকে যাওয়া সেলিমের পক্ষে মোটেই সহজ নয়। কিন্তু সেলিম হয়ত ভাবছেন, যদি নিজের ক্যারিসমায় কিছু বাড়তি ভোট পাওয়া যায় তাহলে তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খানকে হারানো অসম্ভব নয়। কিছুদিন আগেই তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাম রাম সব একজোট। মমতার কথা যদি খানিকটা সত্যি হয়, তাহলেও তৃণমূলের প্রার্থীকে প্রবল বেগ পেতে হবে সেলিমের বিরুদ্ধে জিততে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। তাই বিজেপির বা তৃণমূলের ভোটে থাবা বসাতে পারলে তবেই সেলিমের কেল্লা ফতে করা সম্ভব। কিন্তু সে কাজটা খুবই কঠিন।

শরিয়াহ নিয়ে অমিত শাহের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা পার্সোনাল ল বোর্ডের

আপনজন ডেস্ক: বুধবার নয়াদিল্লিতে সিএনএন-নিউজ১৮-এর রাইজিং ভারত সামিট ২০২৪-এ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড হল বিজেপি সরকারে প্রতিশ্রুতি হল সমস্ত হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ এবং পার্সিদের একটি আইনের অধীনে শাসন করা হবে। অমিত শাহের এই বক্তব্যের পর ইন্ডিয়া জোটের অংশ ডিএমকে বলে, তারা ক্ষমতায় এলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাতিল করবে। তার উত্তরে অমিত শাহ বলেন, সে জিনিস 'ঘটবে না।' অমিত শাহ বিরোধী দলগুলির পাল্টা বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের মুসলিমদের শরিয়াহ আইন অনুযায়ী জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। কিন্তু ইসলামিক দেশগুলিও এই ধরনের প্রথা পরিত্যাগ করেছে। তিনি বলেন, ১৯৩৭ সাল থেকে ভারতের মুসলমানরা শরিয়াহ আইনের অধীনে বসবাস করছে না। এটাই কংগ্রেসের তোষণ নীতি। ধর্ষকদের পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা, চোরের হাত কেটে ফেলা, দেশদ্রোহীদের ফাঁসিতে ঝোলানো, বিরোধীরা কি চায় এমনটা হোক? প্রশ্ন তোলেন শাহ। অমিত শাহ আরও বলেন, স্বাধীনতার পর উত্তরাখণ্ডই প্রথম রাজ্য হিসেবে ইউসিসি চালু করল। পর্তুগিজ শাসনামলের সময় থেকেই গোয়া এটি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিবাহ, উত্তরাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ, দত্তক, ভরণপোষণ এবং অন্যান্য বিষয়ে ভারতের সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ইউসিসি প্রযোজ্য হবে। মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে হালালা, ইদ্দত এবং তিন তালাকের মতো প্রথা ইউসিসির অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। তবে আদিবাসী সম্প্রদায়কে এর আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। শরিয়াহ আইনে মুসলিমরা ব্যাঙ্কের সুদ নিতে পারবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অমিত শাহের এই বক্তব্য সামনে আসায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি বলেছেন, অভিন্ন দেওয়ানি আইন সম্পর্কিত তার বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। শনিবার দিল্লিতে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এটা নিশ্চিত যে ফৌজদারি আইন সব নাগরিকের জন্য সমান, সেগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্ম ও প্রথা অনুযায়ী নয়। ব্যবস্থা নিতে হলে চোরদের হাত কাটা উচিত। ধর্ষকদের রাস্তায় পাথর ছুড়ে মারা উচিত, কোন মুসলমানের একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে ঋণ নেওয়া উচিত নয়, এসব বলা একেবারে অর্থহীন।

তিনি বলেন, এই আইনগুলি কোথায় জারি করা হয়েছে তা খুঁজে বের করা উচিত ছিল, ফৌজদারি আইন এমন একটি দেশে প্রয়োগ করা হয় যেখানে সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়াহ বলবত হয় এবং এটিও লক্ষণীয় যে এই সমস্ত জিনিসগুলি কেবলমাত্র ইসলামিক। শরিয়াহ আইন নয়; বরং এটা সব ধর্মেরই সাধারণ নিয়ম। মনুস্মৃতিতেই চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি বলা হয়েছে অঙ্গচ্ছেদ, ব্যভিচারের শাস্তি হল ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা; যাতে তারা তাকে কেটে খেয়ে ফেলতে পারে এবং ব্যভিচারী লোকটিকে আগুনে উত্তপ্ত লোহার বিছানা দিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা যেতে পারে; যাতে তাকে পুড়িয়ে মারা হয়, যদি সে জোর করে ব্যভিচার করে তবে পুরুষের অঙ্গ কেটে ফেলা যেতে পারে; যাইহোক, একজন ব্রাহ্মণ এই শাস্তি থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত, শুধুমাত্র তার মাথা ন্যাড়া যথেষ্ট হবে।

তিনি বলেন, বেদে যেভাবে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, একইভাবে হিন্দু ও ইসলামসহ বিশ্বের যতগুলো ধর্ম চলে এসেছে, সেখানে নৈতিক মূল্যবোধকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো

প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে মানুষের পক্ষে অপরাধ এড়ানো সহজ হয়। অন্যটি হল শাস্তির এমন কঠোর বিধান করা যাতে মানুষের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয়; তাই এই ধরনের উদাহরণ দিয়ে ইসলামী শরীয়তের অবমাননা করা পক্ষপাতদুষ্ট মনের পরিচয় দেয়। ইসলামে কিছু অপরাধের জন্য অবশ্যই কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে; কিন্তু এর জন্য অপরাধ এড়াতে সহায়ক পরিবেশও তৈরি করা হয়েছে, ইসলামে মদেরও কঠোর শাস্তি রয়েছে; কিন্তু যেখানে সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়ত বলবৎ হবে, সেখানে মদের কারখানা বা মদের বার থাকবে না। ইসলামে ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি; কিন্তু এর সাথে পুরো পর্দা প্রথা চালু করা হয়েছে, যেখানে সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়ত বলবৎ হবে, নারী-পুরুষের মিশেল থাকবে না, উভয়ের জন্য আলাদা ক্লাসরুম থাকবে।

মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি আরও বলেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে, স্পষ্টতই দুর্নীতির ঘটনা আপনাআপনি কমে যাবে, একইভাবে ইসলামী সরকার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক চাহিদা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে যাতে চুরি-ডাকাতির ঘটনা বন্ধ হয়। যদি কেউ ক্ষুধা ও অনাহারের কারণে চুরি করে তবে তার জন্য চুরির শাস্তি প্রযোজ্য হবে না; এ কারণেই সৌদি আরবে এবং যেসব এলাকায় একসময় শাস্তি হিসেবে শরিয়াহ শাস্তি কার্যকর করা হয়েছিল, সেখানে অপরাধের হার শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। যেখানে অপরাধ প্রতিরোধের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোনো কাজ হয়নি সেখানে শুধুমাত্র কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন ইউনিটের জন্য সামাজিক আইনের পার্থক্য গ্রহণ করা হয়েছে, তাই সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সেজন্য নিজের ধর্ম ও রীতি অনুযায়ী বিয়ে ইত্যাদির সুযোগ নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্যই ইসলামে একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি রয়েছে, তবে এটি শুধুমাত্র একটি অনুমতি। ইসলাম এর আদেশ দেয়নি এবং না। এটি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং এই অনুমতি অন্যান্য ধর্মেও দেওয়া হয়।

মাওলানা রহমানি এ ব্যাপারে হিন্দু ধর্মের আচারবিধির উল্লেখ করে বলেন, হিন্দু ধর্মে শূদ্রের জন্য শুধুমাত্র একটি স্ত্রী, বিষের জন্য দুটি, ক্ষত্রিয়র জন্য তিনটির অনুমতি রয়েছে; কিন্তু একজন ব্রাহ্মণের জন্য চারটি এবং একজন রাজার জন্য যত ইচ্ছা তত বেশি বিয়ে করা যেতে পারে। বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে একাধিক স্ত্রীর অনুমতি রয়েছে কারণ কখনও কখনও একজন পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ সামাজিক প্রয়োজন হয়ে ওঠে এবং এটি নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়।

তাই মাওলানা রহমানি বলেন, দুঃখজনক যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের দেশের মুসলিমদের বৃহত্তম সংস্থা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সম্পর্কে এমন বিদ্বেষপূর্ণ এবং ধর্মান্ধ মতামত প্রকাশ করেছে। এর তীব্র নিন্দা জানাই।

মাওলানা রহমানি সমস্ত ভাই ও বোনদের অমিত শাহের এই ধরনের কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি সম্প্রদায়কে টার্গেট করার এটি একটি অন্যায্য প্রচেষ্টা মাত্র।

উমরাহ ২০২৪

আস-সফর ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

একটি বিশ্বস্থ হজ্জ ও উমরাহ প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ তোফাইল আহমেদ

আমাদের প্যাকেজ ও পরিষেবা

Economy: Category 90,000 থেকে শুরু

Food: Brekfast Lunch & Dinner (বুফে খাওয়া ও সর্বক্ষণ চায়ের ব্যবস্থা)। প্রতি মাসে উমরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।

Ziyarat: মক্কা-মদিনার যিয়ারত ও সকল যাতায়াত ব্যবস্থা।

Guide: সর্বক্ষণ নিজে গাইড করা ও নতুনদের উমরাহ করানো।

Contacts Us
7407225774
8926722407
6297039254
9647034102

শীঘ্রই বুকিং করুন

ঠিকানাঃ সম্রাট মার্কেট
লালগোলা ■ মুর্শিদাবাদ

প্রথম নজর

কৃষ্ণনগর বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার কৃষ্ণনগর বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ বিদ্যুৎ দপ্তরের সাথে যুক্ত থাকা অস্থায়ী কর্মীরা।শনিবার কৃষ্ণনগর সদর দপ্তরের বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে কয়েকশ কর্মী এই অবস্থান বিক্ষোভ করে। আন্দোলনকারী সুশান্ত সাধুখা দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তারা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত, একাধিকবার উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্বেও কোন সুরাহা হয়নি।তাদের বকেয়া প্রাপ্য টাকা নিয়ে একাধিকবার বঞ্চিত হতে হয়েছে। এখন এরই প্রতিবাদে তারা এবার রাস্তায় নামতে বাধ্য হলেন। তাদের এও দাবি অবিলম্বে তাদের বকেয়া টাকা মেটাতে হবে। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের স্থায়ীকরণ করতে হবে।ডিগ্রি থাকা সত্বেও নিম্ন ডিগ্রীর কর্মসংস্থানে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে।শিক্ষকতা যোগ্যতা থাকা সত্বেও তাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে।আগামী দিনে তাদের এই দাবি-দাবা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ যদি তার সুব্যবস্থা না করে তাহলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন অস্থায়ী কর্মীরা।

মারপিটের ঘটনায় গ্রেফতার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জমি জমা নিয়ে গন্ডগোল ও মারপিটের অভিযোগে বিলপাড়া থেকে ধৃত এক জনকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।গত শুক্রবার সকালে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের বিলপাড়া এলাকায় জমির মাপঝোঁক নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে প্রথমে বচসা পরে মারপিটের অভিযোগ ওঠে। আর তাঁর পরেওই দিন দুপুরে জয়নগর থানায় প্রতিবেশী এক ব্যক্তির অভিযোগের পরে তদন্তে নেমে ওদিন রাতে জয়নগর থানার পুলিশ বিলপাড়ার বাড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

কেজরিওয়ালের গ্রেফতারকে সমর্থন নয়: বিমান বসু

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: যেভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হল ,তা ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে অশনি সংকেত। শনিবার তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন বিমান বসু। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন থেকে প্রশ্ন তোলেন কেন পাঁচ মাস আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো না? আগেই তো দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন আচরণ বিধি চালু হওয়ার পর যখন প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের রুখী নিয়ে থাকে সেই সময় যেভাবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হল এটা উচিত নয়, এটা গণতন্ত্রে ঠিক কাজ হলো না, মন্তব্য বিমান বসুর। বিমান বসু স্পষ্ট জানিয়ে দেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই গ্রেপ্তার হওয়ার পদ্ধতিটিকে তারা কখনোই সমর্থন করছেন না। বর্ষিয়ান এই বাম নেতার স্পষ্ট যুক্তি, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছে সেগুলি এখনো প্রমাণিত হয়নি। এই একই অভিযোগে আগেই দিল্লির মন্ত্রিসভার উপমুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা যেত। কিন্তু তখন তা করা হলো না। নির্বাচনের মুখে এই গ্রেফতার কখনোই গণতন্ত্রের পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একই সঙ্গে বিমানবাবু কেন্দ্রে থাকা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিচারিতা করার বিষয় তীব্র সমালোচনা করেন। শনিবার বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে যে তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে মোঃ সেলিম, বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে সুকৃতি ঘোষাল, বোলপুর কেন্দ্রে শ্যামলী প্রধান ও রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে অলকেশ দাসের নাম ঘোষণা করা হয়।

সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে গেলেন পঞ্চায়েত সদস্য

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: অধিকার যাত্রার মধ্য দিয়ে ভোট প্রচার জলঙ্গিতে। ভোট প্রচার করলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খানের সমর্থনে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক। অধিকার যাত্রার কর্মসূচিতে বিধায়কের হাত ধরে আবারও তৃণমূলে যোগদান সিপিআইএম পঞ্চায়েত সদস্যের। শুক্রবার বিকেলে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুর্শিদাবাদ আসনের প্রার্থী আবু তাহের খানের সমর্থনে ভোট প্রচার কর্মসূচিতে সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য। তিনি ঘোষপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। তৃণমূলের ডাকে অধিকার যাত্রায় আব্দুর রাজ্জাক, ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম সহ অঞ্চলের প্রধান ফিরোজ আলীর হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা ধরে যোগদান করে। এই যোগদান নিয়ে বিধায়ক বলেন আগামীতে আরো বড়ো সড়ো যোগদান হবে জলঙ্গিতে। তৃণমূলে সদ্য যোগদানকারী সদস্য বলেন সিপিআইএমের টিকিটে জয় লাভের পর, মানুষের কাজ করতে পারছিলাম না। মূলত সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে তৃণমূলে যোগদান করলাম। এবার মানুষের কাজ করবো বলে দাবি জানান তিনি।

সিএএ বাতিলের দাবিতে পার্ক সার্কাস ৭ পয়েন্টে বিক্ষোভ সভা

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে ও রমজান মাসের শুরুতেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু করেছে বিজেপি সরকার, ২০১৯ সালে বিলটি পাশ হলেও সমগ্র দেশ জুড়ে আন্দোলনের জেরে পিছু সরতে বাধ্য হয়েছিল সরকার কিন্তু ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে জেতার জন্য রাম মন্দির ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বড় অস্ত্র নেই বিজেপি সরকারের কাছে তাই রাজনৈতিক মহলের বিবৃতি অনুসারে মতোয়া সমাজের ভোট নিতে ও মুসলিম বিদ্বেষী ভোটারদের খুশি করতে ও "মুসলিমদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে" এই আশ্বাস দিতে সিএএ লাগু করেছে বিজেপি সরকার।আইন প্রণয়নকে কেন্দ্র করে যেনো পূর্বের ন্যায় বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে না ওঠে তাই পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে বিজেপি সরকার। কিন্তু তার সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ, মিছিল ও সভা গড়ে উঠতে শুরু করেছে, শনিবার এমনই এক প্রতিবাদ সভা দেখতে পাওয়া গেলো কলকাতার পার্ক সার্কাস ৭ পয়েন্টে। গতকাল স্বাধীনতা আন্দোলন ২.০-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিবাদ সভা। সভা থেকে বক্তব্য রাখেন– ২০১৯ সালে সিএএ-এর বিরুদ্ধে পার্ক সার্কাসের সেই ঐতিহাসিক ধর্ণা মঞ্চের উদ্যোক্তা আসমাত জামিলের স্বামী আব্দুল জামিল, জাকারিয়া স্ট্রিটের ধর্ণা মঞ্চের উদ্যোক্তারদের মধ্যে গোলাম ওয়ারিস, আলিয়ার ছাত্র নেতা সাজিদুর রহমান, এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উমার ওয়ারিস ও দেবু সাও। সিএএ-এর দ্বারা বিজেপির মূল উদ্দেশ্য ও চক্রান্তকে ব্যাখ্যা করতে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখেন গোলাম ওয়ারিস। সাজিদুর রহমান তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এগিয়ে আসার ডাক দেন। তিনি বলেন–সিএএ বিজেপি ছোট্ট একটা এজেন্ডা, ভেতরের রহস্য খুবই গভীর। কেউ যদি মনে করে সিএএ দ্বারা শুধুই মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে সে অন্ধকারে আছে, বিজেপির এই সমস্ত কার্যকলাপ শুধুই মুসলিম বিদ্বেষের কারণে নয়, তাঁরা এই গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে হিন্দু নয় হিন্দুত্ববাদী বিচারধারা দ্বারা পরিচালনা করতে চাই, স্বৈরতন্ত্র লাগু করে দেশকে ব্রাহ্মণবাদের হাতে তুলে দিতে চাই যেখানে মানুষ বলে শুধু তারাই গণ্য হবে। তাই আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিএএ, এনাআরসির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন, দোষীদের গ্রেফতারের দাবি, রণক্ষেত্র চুঁচুড়া

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: প্রতিবেশীর মারে গুরুতর আহত ব্যক্তি। ক্ষুব্ধ পরিবারসহ এলাকাবাসী। ঘটনায় চাঞ্চল্য হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার মোঘলটুলি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর এলাকার বছর চল্লিশ এর ব্যক্তি অমল খান রাস্তায় দাঁড়িয়ে মোবাইলে কথা বলছিলেন। সে সময় পেছন থেকে অতর্কিতে স্থানীয় আরেক ব্যক্তি মাজিদ অমলের মাথায় দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন অমল। এরপরই স্থানীয় পরিবারের লোকজন তাকে তরিঘড়ি সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। ঘটনায় পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয় চুঁচুড়া থানায়। কিন্তু ঘটনার চারদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিযুক্তকে আটক পর্যন্ত করেনি পুলিশ এমনই অভিযোগ আহতের পরিবার পরিজনদের। সহযোগিতার না মেলায় অবশেষে দিন আহত অমলের পরিবারের লোক ও এলাকাবাসীরা এদিন মাজিদ কে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিতে গেলে সেখান থেকে চম্পট দেয় মাজিদ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় চুঁচুড়া থানার পুলিশ বাহিনীও। ঘটনায় পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আহত অমলের পরিজনসহ এলাকাবাসীরা। আজ সকালে দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হসপিটালের সামনে পথ অবরোধ এলাকাবাসীদের। ঘটনাস্থলে চুঁচুড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় গত সোমবার বিকেলে চুঁচুড়ার মোগলটুলি এলাকায় চুঁচুড়ার হোসেন গলির বাসিন্দা অমল খানের সাথে স্থানীয় মাজিদ আনসারীর ঝামেলা হয়। অমল খানের পরিবারের অভিযোগ সেই সময় মাজিদ একটি বাঁশ দিয়ে অমলকে মাথার পিছনে আঘাত করে। তাতেই গুরুতর জখম হয় অমল। এর পরেই স্থানীয়রা অমলকে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হসপিটালে ভর্তি করায়। পরের দিন অমলের পরিবারের পক্ষ থেকে মাজিদের নামে চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তারপর থেকেই পলাতক ছিল মাজিদ। আজ সকালে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে অমলের মৃত্যু হয়। এরপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকাবাসী। দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে হাসপাতালের সামনে রাস্তা অবরোধ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবশেষে দোষীকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারীরা। অমলের মৃত্যু সংবাদ পেতেই এলাকায় মাজিদের বাড়ি ভাঙচুর করে উত্তেজিত এলাকাবাসী। তারপরেই চুঁচুড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সহ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয় এলাকায়। পরে থানায় পৌঁছায় চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, তিনি বলেন যারা এই কুকর্মের সাথে যুক্ত আছে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে, অবশেষে মাজিদ আনসারী কে গ্রেফতার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে চুঁচুড়া থানার পুলিশ।

যোগাসনে রাজ্যে দ্বিতীয় দেগঙ্গার মিমনুর

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: মিমনুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুয়ের জেলা পর্যায়ের ২০২৪ সালের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগাসনে বালক 'ক' বিভাগে প্রথম হয়ে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পায়।মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ৩৯ তম রাজ্যস্তরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মিমনুরের পারফরমেন্স কেমন হয় সে দিকে লক্ষ্য ছিল সকলের।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতায় বালক 'ক' বিভাগে দক্ষিণ কলসুর তরফদার পাড়া এফ পি স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র মিমনুর মন্ডল যোগাসনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মিমনুরের এই সাফল্যে সকলেই খুব খুশি।মিমনুরের বাবা আজগার আলী মন্ডল বলেন,আমার সীমিত সামর্থের মধ্যে থেকেও ছেলেকে এইরকম একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছি।কিন্তু আর্থিক সামর্থ্যের কারণে কতদিন পারব জানিনা।তবে সরকারি সাহায্য পেলে মিমনুর আরও উন্নতি করতে পারবে।আরও ভালো জায়গায় উঠবে।তার যোগা শিক্ষক শিবু গোলদারের কথায়,অক্লান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার পেয়েছে মিমনুর। সে আরও অনেক দূর যাবে।ওর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার একটা জেদ আছে।মনে আছে একটা ইচ্ছাশক্তি।

ব্যবসায়ীর সর্বস্ব লুঠ হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এবার প্রকাশ্যে ছিনতাইয়ের ঘটনা হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। ঘটনায় প্রকাশ, বাইকে করে এসে তিন দুস্কৃতী এক ব্যবসায়ীর সর্বস্ব লুঠ করে পালিয়ে যায়। চেঁচামেচি করার চেষ্টা করলে আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। গোটা ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ব্যবসায়ী কুতুবুদ্দিন মল্লিক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অভিষেকের সভার মঞ্চস্থল পরিদর্শন মন্ত্রীর

নকীব উদ্দিন গাজী ● ঢোলা

আপনজন: মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর সমর্থনে,আগামী ৩০ শে মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি বিধানসভার ঢোলাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জনসভা করবেন ,আর সেই জনসভা স্থল শনিবার দিন ঘুরে দেখেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, সুন্দরবন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জয়দেব হালদার, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক শুভাশিস চক্রবর্তী ,কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। মূলত মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে এই জনসভা হবে বলে জানা যায়। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা পাথরপ্রতিমা ,কাকদ্বীপ সাগর ,কুলপি ,মন্দির বাজার, রায়দিঘী ও মগরাহাট পশ্চিমের এই সাতটি বিধানসভার মানুষ যাতে জনসভায় যোগ দিতে পারে সেই কারণে

আত্ম বলিদান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পিএসইউ, আরওয়াইএফ উদ্যোগে পালিত হল আত্ম বলিদান দিবস। এ দিন আর এস পি মুর্শিদাবাদ জেলা কার্যালয়ে শহীদ ভগৎ সিং, শুকদেব থাপার, শিবরাম হরি রাজগুরু মাল্য দান মধ্য দিয়ে পালিত হয় আত্ম বলিদান দিবস। উপস্থিত ছিলেন আর এস পি জেলা সম্পাদক আঞ্জনাভ দত্ত, পি এস ইউ জেলা সম্পাদক রুবেল সেখ ও জেলা নেতৃত্ব।

উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন কাকলি

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার-কে পুনরায় বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে ছোটজাগুলিয়া অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হলো কর্মীসভা। শনিবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বামনগাছির বলাকা ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত ওই সভায় এলাকার কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। তৃণমূল নেতৃত্বদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাকলি-কে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্য হাত তুলে সমর্থক জানান উপস্থিত শহাস্রাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। ওই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের পরপর তিনবারের সংসদ ও এবারেরও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার, তিনি বক্তব্য রাখার সময় উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে সমস্ত মানুষকে তৃণমূলের পাশে থাকার আহ্বান জানান। অন্যদিকে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, জল নিকাশি ব্যবস্থা, আলো সহ বারাসত হাসপাতাল থেকে বারাসাত মেডিকেল কলেজে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ভূমিকা তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে তৃণমূলে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তৃণমূল নেত্রী ও বারাসাত-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা, সহ-সভাপতি গিয়াসউদ্দিন মন্ডল বাবলু, প্রধান অমল দাস, তৃণমূল নেতা খালেক পিয়াদারা। এদিন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে শুধুমাত্র ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ৮-১০ হাজার ভোটে জয়ী করার কথা জানান। এদিনের কর্মী সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা নুরুল হক, হানিফ মন্ডল, বটুক দত্ত, ফকির মন্ডল, শাহাবুদ্দিন মন্ডল প্রমুখ।

সাড়ে তিন লক্ষ টাকার চোলাই মদ উদ্ধার হরিশ্চন্দ্রপুরে

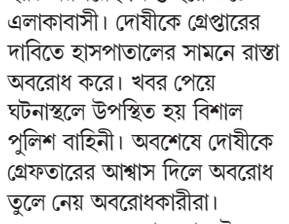

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ভোটের আগে হরিশ্চন্দ্রপুরে আবগারি দপ্তরের হানায় ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার চোলাই মদ উদ্ধার হল।শনিবার জেলা আবগারি দপ্তরের নির্দেশে চাঁচল আবগারি দপ্তর,মানিকচক সার্কেল ও সামসী আরপিএফ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার গড়গড়ি, তেতুলবাড়ী এবং বড়োল গ্রামে অভিযান চালায়।আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে,এই যৌথ অভিযানে মোট ১৩০ লিটার চোলাই মদ এবং ১৫০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার করা হয়েছে।যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা।এই অভিযানে দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে।যদিও কোন গ্রেপ্তারির খবর নেই।চাঁচল আবগারি দপ্তরের অফিসার ইনচার্জ হরেকৃষ্ণ বর্মন বলেন,'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিশচন্দ্রপুর থানা এলাকার তিনটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়।আগামীতেও এই ধরনের অভিযান আরো চলবে।'

চারমাসের শিশু নিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা নিখোঁজ

বিশেষ প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর পুলিশ লাইনের সামনে থেকে চার মাসের বাচ্চা মেয়ে সহ কিছুটা মানসিকভারসাম্যহীন এক মহিলা গত মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। নিখোঁজ ওই মহিলার নাম নাজমা খাতুন। মহিলাটি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানা এলাকার হাবাসপুর মাঠপাড়ার বাসিন্দা। এ ব্যাপারে ওই মহিলার পিতা নাজমুল হক জানান, তার কন্যা মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্যহীন হযে পড়ে। তার এক চার মাসের শিশুকন্যা রয়েছে। মঙ্গলবার সে খানিকটা অসুস্থ ছিল। সেই অবস্থায় নাজমা চার মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে গিয়েছিল বহরমপুরে। বহরমপুর পুলিশ লাইনের সামনে থেকে হঠাৎ নাজমা নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলে জানা মহিলার পিতা। তার কাতর অনুরাধ যদি কোনও ব্যক্তি তার কন্যার সন্ধান পান তাহরে নিম্নলিখিত ফোন নম্বরে যেন যোগাযেগ করেন। নম্বর হল: ৭০২৯৩৮১৪৭১, ৯৯৩২৮৮২৫৫৯। নিখোঁজদের খবর প্রদানকারী ব্যক্তিকে সম্মানীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে জানান মহিলার পিতা মুফতি নাজমুল হক।

ভোটের আগে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের আগে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন এবং নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রার্থী তালিকও ঘোষণা হয়েছে এবং চলছে জোর কদমে প্রচার। আর ঠিক লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে হাজার হাজার টাকা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এনেছেন এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শাসক বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলি।

এ ছবি বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের আচুরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি , আচুরি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জল সরবরাহের জন্য দুটি নতুন জলের ট্যাংক এনেছেন। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে যার বাজার মূল্য দেখানো হচ্ছে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৬৮৬ টাকা আর এখানেই আর্থিক দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের আরো দাবি , এই দুটি নতুন জলের ট্যাংকের মূল্য সর্বাধিক দু লক্ষ টাকা হতে পারে তার বেশি নয়। তাই তারা মনে করছেন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আর্থিক দুর্নীতি করেছেন। ইতিমধ্যেই এই অভিযোগ তুলে এলাকার সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। অন্যদিকে শাসকবিরোধী সিপিআইএম তারাও সরব হয়েছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। পঞ্চায়েত অফিসের সামনে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে একটি পোস্টার দেওয়া হয়েছে। যেখানে লাল কালিতে লেখা রয়েছে 'বাজার মূল্য থেকে বেশি দামে পঞ্চায়েতে জলের ট্যাঙ্ক কিনে সাধারণের টাকা লুট করা চলবে না।' গণেশ দে নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান , ইতিমধ্যেই আমরা এই ঘটনার কথা পঞ্চায়েত প্রধান এবং ভিডিওকে জানিয়েছি যতক্ষণ না এর সদুত্তর পাচ্ছি ততক্ষণ আমাদের এই আন্দোলন চলবে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে শাসকবিরোধী রাজনৈতিক তরজা।

প্রথম নজর

সুসংবাদ দিল আরব আমিরাত, ৮৭ দেশ পেল অন-অ্যারাইভাল ভিসা

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিসা নীতি হালনাগাদ করেছে। এতে বেশ কয়েকটি দেশের জন্য সুখবর যুক্ত হয়েছে। নতুন নীতি অনুযায়ী– দেশটিতে ৮৭টি দেশের নাগরিক কোনো দূতাবাসের মুখোমুখি না হয়ে শুধুমাত্র পাসপোর্ট বহন করে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। অর্থাৎ অনঅ্যারাইভাল ভিসা পাবেন তারা। এর আগে ২০২২ সালে ৭৩টি দেশের জন্য এ ধরনের অন অ্যারাইভাল ভিসার অনুমতি ছিল। গালফ নিউজ জানিয়েছে, মূলত ভ্রমণে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করতেই অন-অ্যারাইভাল ভিসার আওতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমিরাত সরকার। এ ক্ষেত্রে ৮৭টি দেশকে অন-অ্যারাইভাল ভিসার অনুমতি দিলেও দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে– তাদের দেশে প্রবেশের আগে অন্তত ১১০টি দেশের নাগরিককে দূতাবাস থেকে ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। আমিরাতে অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা পাওয়া দেশগুলো হলো– আলবেনিয়া, অ্যান্ডোরা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, বার্বাডোজ, ব্রাজিল, বেলারুশ, বেলজিয়াম, ব্রুনেই, বুলগেরিয়া, কানাডা, চিলি, চীন, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এল সালভাদর, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জর্জিয়া, জার্মানি, হন্ডুরাস, হাঙ্গেরি, হংকং, আইসল্যান্ড, ইসরায়েল, ইতালি, জাপান, কাজাখস্তান, কিরিবাতি, কুয়েত, লাটভিয়া, লিচটেনস্টেইন, লিথুনিয়া, লুক্সেমবার্গ, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মাল্টা, মরিশাস, মেক্সিকো, মোনাকো, মন্টেনেগ্রো, নাউরু, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, ওমান, প্যারাগুয়ে, পেরু, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, কাতার, আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র, রোমানিয়া, রাশিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট গ্রেনাডাইনস, সান মারিনো, সৌদি আরব, সেশেলস, সার্বিয়া, সিঙ্গাপুর, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, বাহামাস, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন, উরুগুয়ে, ভ্যাটিকান, হেলেনিক, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, আর্মেনিয়া, ফিজি, কসোভো। দেশটিতে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক অবস্থান করলেও এই তালিকায় নেই বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান।

জানা গেছে– সংযুক্ত আরব আমিরাত ভ্রমণে আগ্রহী বিদেশি নাগরিকেরা দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের তালিকা এবং প্রয়োজনীয় ভিসা প্রক্রিয়া দেখতে পাবেন। পাশাপাশি তারা ফেডারেল অথোরিটি ফর আইডেনটিটি, সিটিজেন শিপ, পোর্ট সিকিউরিটি এবং কাস্টমসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

সৌদিতে ইফতাররত মানুষের ওপর ছিটকে পড়ল গাড়ি, নিহত ১

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের মক্কায় মসজিদের পাশে ইফতাররত মানুষের ওপর ছিটকে পড়া একটি গাড়ির ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ২১ জন।

শনিবার মক্কার জাহরাত আল উমরাহ মসজিদের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়িটি একদিকে ছুটে আসছিল। এরপর আরেকটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যেখানে মানুষ ইফতার করার জন্য জড়ো হয়েছিলেন ঠিক সেখানে এসে গাড়িটি ছিটকে পড়ে। এতেই হতাহতের ঘটনা ঘটে। অ্যাম্বুলেন্স এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষা দলসহ জরুরি পরিষেবা সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। কী কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটল সেটির কারণ খুঁজে বের করতে কাজ করছেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।

পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফে চালু হল অত্যাধুনিক যান

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফের জন্য অত্যাধুনিক গলফ কার্ট চালু করেছে সৌদি আরব। এর মাধ্যমে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ওমরাহ পালনকারীরা তাওয়াফ করতে পারবেন। মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদের ছাদে নির্ধারিত সময়ে এসব কার্ট চালাচল করবে। গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

সম্প্রতি রমজানের শুরুর দিকে অত্যাধুনিক এ যান চালু করা হয়। এরপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গলফ কার্ট চলাচলের ভিডিও প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মসজিদ পরিচালনা পর্ষদ গলফ কার্টে আরোহনের সাধারণ নিয়ম-নীতির কথা জানিয়েছে। গলফ কার্টে চড়তে গ্র্যান্ড মসজিদের আজয়াদ লিফট বা কিং আবদুল আজিজ লিফট, বাব আল-উমরাহ লিফট দিয়ে মসজিদের ছাদে যেতে হবে। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে ভোর ৪টার মধ্যে তা চালু থাকবে। তাতে আরো বলা হয়, মসজিদে ৫০টি গলফ কার্টের ব্যবস্থা রয়েছে। একটি কার্টে একসঙ্গে ১০ জনের ধারণক্ষমতা রয়েছে। এতে জনপ্রতি ৫০ সৌদি রিয়াল ও নির্ধারিত ট্যাক্স আদায় করতে হবে।

ওমরাহ পালন করতে পবিত্র মসজিদুল হারামে অবস্থান করছে লাখ লাখ মুসল্লি। ওমরাহ পালনের অংশ হিসেবে সাফা ও মারওয়া অতিক্রম করতে হয়। রমজানের এই মৌসুমে প্রতি ঘণ্টায় স্থানটি এক লাখ ১৮ হাজার ওমরাহকারী অতিক্রম করছে। মূলত ২০১৪ সালে সৌদি আরবের প্রয়াত বাদশাহ আবদুল্লাহর নির্দেশনায় পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালন সহজ করতে স্মার্ট গলফ কার্ট চালু করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে এক কোটি ৩০ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করেছেন, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

আগামী হজ মৌসুম শুরুর আগেই দুই কোটির বেশি মুসল্লি ওমরাহ পালন করবে বলে আশা করছে সৌদি আরব। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৪ জুন পবিত্র হজের কার্যক্রম শুরু হবে।

রমজান মাসজুড়ে ব্রিটেনে বিখ্যাত সব স্থানে চলছে উন্মুক্ত ইফতার

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসে যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত স্থানগুলোতে চলছে উন্মুক্ত ইফতার আয়োজন। প্রতিবছরের মতো এবারও দেশটির দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'দ্য রমাদান টেন্ট প্রজেক্ট' আয়োজিত সান্ধ্যকালীন ইফতারের ভোজসভায় সব ধর্ম, বর্ণ ও বিশ্বাসের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিচ্ছে। মূলত সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম সংস্কৃতির মাধ্যমে রোজা ভাঙতে এ আয়োজন করা হয়। এবারই প্রথম যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চারটি অঞ্চল : ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের ২৬টির বেশি স্থানে উন্মুক্ত এ ইফতার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ আয়োজনে সহযোগী হিসেবে রয়েছে যুক্তরাজ্যের দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইসলামিক রিলিফ।

২০২৪ সালের বিশাল এই আয়োজনের প্রতিপাদ্য 'ঐতিহ্য : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ', যার লক্ষ্য ইসলামের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমাজে এর স্থায়ী প্রভাব সবার সামনে তুলে ধরা। ইফতারের সময় অনেক স্থানে প্রথমবারের মতো সুমধুর সুরে আজান প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং মাগরিবের নামাজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছরের মতো এবারও ইউনিভার্সিটি, ফুটবল স্টেডিয়াম, ক্যাথিড্রাল, মিউজিয়াম, থিয়েটারসহ ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে এসব ইফতারের আয়োজন করা হচ্ছে।

গত বছর প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল স্টেডিয়ামে প্রথম উন্মুক্ত ইফতারের আয়োজন করা হয়। এবার প্রথমবারের মতো ম্যানচেস্টার সিটি, ব্রেন্টফোর্ড, এএফসি উইম্বলডন ও ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়নের হাউসসহ নতুন আটটি স্টেডিয়ামে ইফতার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তা ছাড়া টেট মডার্ন, পগস ইয়ার্ড, উইন্ডসর ক্যাসেল লার্নিং সেন্টার (রয়াল), প্রিন্সিপ্যালিটি স্টেডিয়াম কার্ডিফ, ভিঅ্যান্ডএ ডান্ডি, সিটি হল, বেলফাস্টের মতো ভেন্যুতে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত ইফতার অনুষ্ঠিত হবে। কিংস ক্রস, কিংস কলেজ কেমব্রিজ, ব্রিটিশ লাইব্রেরি ও ব্যাটারসি পাওয়ার স্টেশনেও তা অনুষ্ঠিত হবে।

রমজান টেন্ট প্রজেক্টের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী ওমর সালহা বলেন, 'এক দশকের বেশি সময় ধরে রমজান টেন্ট প্রজেক্টের বার্ষিক রমজান মাসের উন্মুক্ত ইফতার উৎসব উদযাপিত হয়। বিশাল এ আয়োজনে পুরো মাসজুড়ে যুক্তরাজ্যের ১০ লাখের বেশি মানুষ সংযুক্ত হয়েছে। এই বছর 'ঐতিহ্য : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক প্রতিপাদ্যে তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্রিটেনে আমাদের সবার অংশগ্রহণমূলক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গভীর উপলব্ধি তৈরি করতে এ আয়োজন করা হয়।

২০১৩ সালে লন্ডনের সোয়াস ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে ওমর সালহার নেতৃত্বে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইফতার আয়োজন করা হয়।

পরে তা রমজান টেন্ট প্রজেক্ট নামে প্রতিবছর যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ২০২২ সালে সামাজিক সংগঠন হিসেবে তা ন্যাশনাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

মস্কোয় কনসার্ট হলে হামলায় নিহত বেড়ে ১৪৩

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় একটি কনসার্টে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৪৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে গুলির আঘাতে অনেকেই যেমন মারা গেছে, তেমনি কনসার্ট হলে অগ্নিকাণ্ডেও মারা গেছে বেশ কয়েকজন।

শনিবার ক্রেমলিন বলেছে, এই হামলায় চার সন্দেহভাজন বন্দুকধারীসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদনে খবরটি দিয়েছে। এফএসবি নিরাপত্তা পরিষেবার প্রধান আলেক্সান্ডার বোর্টনিকভ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে জানিয়েছেন, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে অস্ত্রধারী 'চার সন্ত্রাসী' রয়েছে এবং এফএসবি তাদের সহযোগীদের শনাক্ত করার কাজ করছে।

এফএসবি আরো বলেছে, চার সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের ইউক্রেনে যোগাযোগ ছিল। গ্রেফতারকৃতদের মস্কোতে স্থানান্তর করা হচ্ছে।

রাশিয়া অবশ্য এখনো সন্দেহভাজন অস্ত্রধারীদের সঙ্গে ইউক্রেনের সংযোগের কোনো প্রমাণ প্রকাশ করেনি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মিখাইলো পোদোলিয়াক গতকাল শুক্রবার বলেছেন যে, গতকালের হামলার সঙ্গে কিয়েভের কোনো যোগসূত্র নেই।

ইসলামিক স্টেট-খোরাসান বা আইএসকে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসলামিক স্টেট-খোরাসান টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক সংক্ষিপ্ত ভিডিও বার্তায় এই দাবি করেছে। ইসলামিক স্টেট সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থা 'আমাক'-এর টেলিগ্রাম চ্যানেলে শেয়ার করা হয় ঐ ভিডিওটি।

ভিডিওটিতে হামলার দায় স্বীকার করে আইএস। তবে কীভাবে তারা হামলা চালিয়েছে বা কারা এতে যুক্ত ছিল সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি গোষ্ঠীটি।

রুশ আইনপ্রণেতা আলেক্সান্ডার খিনশটাইন বলেছেন, সন্দেহভাজন হামলাকারীরা একটি রেনল্ট গাড়িতে করে পালাচ্ছিল। গতকাল রাতে মস্কো থেকে প্রায় ৩৪০ কিলোমিটার (২১০ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে পুলিশ তাদের দেখে থামতে বলেছিল। তবে থামার নির্দেশ অমান্য করেছিল সেই গাড়ি। এরপর গাড়িটি ধাওয়া করে দুজনকে আটক করা হয় এবং অন্য দুজন জঙ্গলে পালিয়ে যায়। ক্রেমলিন এরপর বলেছে যে, পালিয়ে যাওয়া দুজনকেও পরে আটক করা হয়েছে।

রাশিয়ার কনসার্ট হলে হামলার নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ব নেতারা

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় একটি কনসার্ট হলে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ জনে। রুশ গোয়েন্দারা এই তথ্য জানিয়েছে। দেশটির ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের (এফবিএস) মতে, ক্রোকাস সিটি হলে ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। এদিকে ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠী দাবি করেছে তারা এই হামলা চালিয়েছে।

এদিকে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিশ্ব নেতারা গতকাল শুক্রবার মস্কোর কনসার্ট হলে বন্দুকধারীদের মারাত্মক হামলার নিন্দা করেছেন। ঘটনার দিন কয়েকজন বন্দুকধারী মুখোশ পরে কনসার্ট হলে ঢুকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালালে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নাটকীয় একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কনসার্টে অংশগ্রহণকারী আতঙ্কিত মানুষ নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

এ ছাড়া আগুন কমপ্লেক্সের ছাদে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। রাশিয়ার ন্যাশনাল গার্ড বন্দুকধারীদের সন্ধান করছে বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যে হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হামলায় জড়িত সবাইকে শাস্তির আওতায় আনা হবে: পুতিন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় একটি কনসার্টে বন্দুকধারীদের ভয়াবহ হামলায় এখন পর্যন্ত ১৪৩ জন নিহত হয়েছেন। এর সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। এই হামলা নিয়ে কথা বলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি জানিয়েছেন, এ হামলার পেছনে যারাই রয়েছে তাদের সবাইকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

শনিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে পুতিন জানিয়েছেন, হামলাকারীরা ইউক্রেনের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এর ফলশ্রুতিতে সেদিকে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

তিনি আরো জানান, প্রাথমিক তদন্ত শেষে তারা জানতে পেরেছেন হামলাকারীদের সীমান্ত পার করে দিতে ইউক্রেনে একটি দল কাজ করছিল।

ভয়াবহ এই হামলায় ১১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দেড় শতাধিক। নিহতদের স্মরণে আগামীকাল রোববার রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন পুতিন। এছাড়া যারাই এ হামলার পেছনে জড়িত ছিল তাদের সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

রুশ প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, সব হামলাকারীকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হয়েছে। এই হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল চার বন্দুকধারী।

ভয়াবহ এ হামলাকে 'বর্বর ও সন্ত্রাসী' কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করেছেন পুতিন। তিনি বলেছেন, আমাদের শত্রুরা আমাদের বিভক্ত করতে পারবে না।

হামলার পরপরই নিরাপত্তা বাহিনীর যেসব সদস্য ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন এবং আহতদের যেসব চিকিৎসক সেবা দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুতিন।

এদিকে হামলার পরপরই ইসলামিক স্টেট- খোরাসান এর দায় স্বীকার করে।

রুশ বার্তাসংস্থা আরটিতে এক হামলাকারীর ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, হালকা শারীরিক গঠনের এক ব্যক্তিকে আটক করেছেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। ওই সময় তাকে বেঁধে রাখা হয়। তিনি স্বীকার করেন মাত্র ৫ লাখ রুবলের বিনিময়ে ভয়াবহ এই হামলায় জড়িত হন তিনি। হামলার আগে তুরস্কে যাওয়ার কথাও জানান এই হামলাকারী।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪ মি.

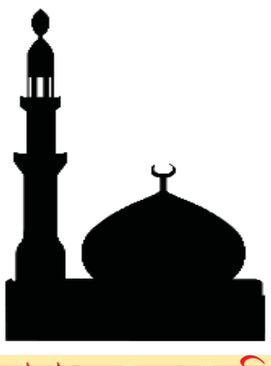

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৪	৫.৩৬
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৫	

ক্যান্সার আক্রান্ত ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটন

আপনজন ডেস্ক: ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন প্রিন্সেস অব ওয়েলস ক্যাথেরিন (কেট মিডলটন)। তবে ক্যান্সার প্রাথমিক স্তরে আছে। তার চিকিৎসা চলছে। শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় নিজেই অসুস্থতার খবর জানান প্রিন্সেস অব ওয়েলস। ভিডিও বার্তায় কেট জানান, গত প্রায় এক বছর ধরে লন্ডনের একটি ক্লিনিকে তার পেটে বেশ কয়েকবার অস্ত্রোপচার হয়েছে। অবশেষে জানা গেল, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। এই ঘটনাকে 'শকিং' বলেছেন ব্রিটিশ রাজবধূ। পাশাপাশি তিনি জানান, কেমোথেরাপি চলছে।

১১ বছর পর হারানো সন্তান ফিরে পেলেন হজে গিয়ে

আপনজন ডেস্ক: ১১ বছর আগে সিরিয়ার ভয়াবহ যুদ্ধে ৪ বছরের শিশু সন্তানকে হারিয়েছিলেন এক মা। এরপর প্রায় এক যুগ খুঁজে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন জায়গা। সম্প্রতি দীর্ঘ অমানিশার শেষে আলোর দেখা পান তিনি। ওমরাহ হজ পালনে সৌদি আরবে গিয়ে দেখা পান হারিয়ে যাওয়া সন্তানের! মা-ছেলের মিলনের সেই দৃশ্য ছাড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে। সন্তানকে নিজের কোলে ফিরে পেয়ে বুকের উষ্ণতায় জাপ্টে ধরে কান্নায় বুক ভাসিয়েছেন মা। জানা যায়, সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর কয়েক বছর পর ভয়াবহ বোমা হামলার শিকার হয় সাফওয়ানের পরিবার। নির্বিচার হামলা ধ্বংস হয়ে যায় তাদের গোটা গ্রাম। নিহত হয় শত শত মানুষ। সে সময় থেকে পাওয়া যায়নি ছোট্ট সাফওয়ানকে। হারিয়ে যাওয়ার পর বেশ কয়েকজনের হাত ঘুরে সবশেষ একটি পরিবারে আশ্রয় পায় শিশু সাফওয়ান। তারা নিজেদের সন্তানের মতোই তাকে বড় করে। চলতি রমজানে ওমরাহ পালনে সৌদি আরব যান ঐ দম্পতি। ভাগ্যক্রমে একই সময়ে ওমরাহ করতে আসেন সাফওয়ানের মা। সেখানে নাটকীয়ভাবে দেখা হয় তাদের। মূলত বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সাফওয়ানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তার মা। অন্যদিকে যাদের কাছে সে বড় হচ্ছিল, তাদেরও চাওয়া ছিল শিশুটি পরিবার খুঁজে পাক। এ জন্য তার ছবি ও তথ্য বেশকিছু সংস্থার ওয়েবসাইটে দিয়েছিলেন তারা।

লিবিয়ায় গণকবরে মিলল ৬৫ অভিবাসীর মরদেহ

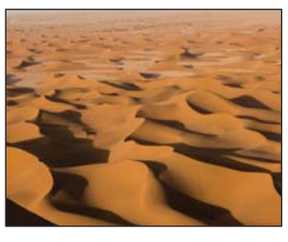

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়ার একটি গণকবরে অন্তত ৬৫ জন অভিবাসীর মরদেহ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংগঠন আইওএম জানায়, কি পরিস্থিতিতে তাদের মৃত্যু হয়েছে এবং তারা কোন দেশের নাগরিক তা এখনও জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পাচার হওয়ার সময় তারা মারা যায়। গণকবরটি পাওয়া গেছে দক্ষিণ-পশ্চিম লিবিয়ায়। এ গণকবর আবিস্কারের ঘটনায় অন্তত বিস্মিত জানিয়ে আইওএম বলেছে, লিবিয়া বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। আইওএম লিবিয়া কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য জাতিসংঘ সংস্থাগুলোকে লাশ উদ্ধার করা, পরিচয় বের করা এবং দেহাবশেষ পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। আইওএম এর মুখপাত্র বলেছেন, প্রতিটি নিখোঁজ এবং প্রাণহানির ঘটনাতেই শোকার্ত স্বজনরা তাদের প্রিয়জনের খোঁজ করে। তাদের বিষয়ে জানতে চায় কিংবা ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এই মর্মান্তিক ঘটনা অভিবাসনপ্রত্যাশী পাচারের বিরুদ্ধে সমন্বিত ব্যবস্থা নেওয়া এবং অভিবাসনের বৈধ পথের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এসেছে। এদিকগুলোতে যথেষ্ট কাজ না হওয়ার কি মূল্য তা আজ বাড়তে থাকা মানুষের মৃত্যুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আইওএম এর মুখপাত্র।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৮২ সংখ্যা, ১০ চৈত্র ১৪৩০, ১৩ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

টার্ডিগ্রেড

বিজ্ঞানের ভাষ্য অনুযায়ী, এই পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়া পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কয়েক বার। ছোট-বড় কোনো প্রাণীই, এমনকি ব্যাকটেরিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। একমাত্র টার্ডিগ্রেড নামের আট পা-বিশিষ্ট ছোট্ট প্রাণী টিকিয়া গিয়াছে। শুধু টিকিয়াই থাকে নাই, উহারা একমাত্র প্রাণ, যাহা জলে, স্থলে এমনকি আউটার স্পেসেও বিরাজমান আছে ঠান্ডা, গরম এবং প্রায় অক্সিজেনশূন্যতাকে তোয়াক্কা না করিয়া। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনেও আমরা টার্ডিগ্রেডের ন্যায় একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণি দেখিতে পাই, যাহাদের কোনো কিছুর প্রতিই তোয়াক্কা নাই। ইহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন হইতেই দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া টিকিয়া আছে। ইহাদের বিলুপ্ত তো দূরের কথা, সংখ্যা দিনে দিনে সম্প্রসারিত হইতেছে। পত্রপত্রিকা শুরু হইবার পর হইতেই ইহাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার রহিয়াছে। কম লেখালেখি হয় নাই, কম সম্পাদকীয় রচিত হয় নাই। কিন্তু ঠান্ডা-গরম-অক্সিজেনশূন্যতার মতো ইহাদেরও কোনো বিকার নাই, কোনো পরিবর্তন নাই। দুর্নীতি-অনিয়ম পূর্বেও যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। বরং বর্তমানে ইহার মাত্রাই কেবল বৃদ্ধি পায় নাই, বিভিন্ন দেশে নতুন করিয়া ফরমালিন-কারবাইড ব্যবহার শুরু হইয়াছে। ফরমালিন-কারবাইডের মতোই যোগ হইয়াছে রাতের কারবার দিনে আর দিনের কারবার রাতে। দিনের ভোট রাতে হইবার নজিরও এই সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনতিদূর ইতিহাস হইতে দেখিয়া আসিতেছি, একেকটি দেশে সংবিধান রহিত করিয়া ছড়ি হাতে লইয়া সামরিক শাসন আসিয়াছে। তাহারা দুর্নীতিমুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়া শাসনভার হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা নিজেরাই দুর্নীতিতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। আবার বেসামরিক সরকারের সময় দেখিয়াছি, নির্বাচনি ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়া, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের কথা বলিয়া তাহারাই সর্বাগ্রে প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। আর এই কাজে সহযোগিতা করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে ঐ টার্ডিগ্রেড সম্প্রদায়, যাহারা রাষ্ট্রযন্ত্রের শুরু হইতেই আছেন। রাষ্ট্রের জন্য প্রশাসন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রশাসনবিহীন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই প্রশাসনের অপব্যবহার একটি রাষ্ট্রের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অন্তরায়। শুধু প্রশাসন কেন, কোন খাতে এই টার্ডিগ্রেড সম্প্রদায় টিকিয়া নাই? শিক্ষায়, শাসনে, স্বায়ত্তশাসনে, ব্যবসায়–সর্বত্র ইহারা বিরাজমান। পূর্বে শিক্ষক-ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল আদর্শিক সম্পর্ক। এখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পরকীয়ার মতো ঘটনাও দেখিতে পাওয়া যায়। ধৈর্যচ্যুত হইয়া শিক্ষার্থীকে গুলি করিতেও দেখা যায়।

পরিবর্তনের কারণে অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে ভলিউম বাড়িয়াছে। সম্পদ বাড়িয়াছে, বাড়িয়াছে সরকারের অনুদানের পরিমাণ। কাবিখা, টাবিখার মতো প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়িয়াছে। কিন্তু যেই ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পূর্বে বরাদ্দ আত্মসাত্ করিতেন, সেই সদস্য পদধারীর বৈশিষ্ট্য এখনো তেমনি আছে–কেবল ব্যক্তি রিপ্লেসড হইয়াছেন। প্রশাসনে বসিয়া যিনি ছড়ি ঘুরাইয়া অর্থ উপার্জন করিতেন এবং নীতিনির্ধারকদের ভুলাইয়া রাখিতেন, তাহারা একই কাজ করিতেছেন। ইহার যেন কোনো ব্যত্যয় নাই। এইভাবে চলিতে পারে না কিংবা চলিতে দেওয়াও উচিত নহে। ইহাতে কাঠামোগত পরিবর্তন চোখে পড়িলেও জাতি অন্তঃসারশূন্যই হইয়া থাকে। বলিবার মতো ভালো কাজ যে নাই, তাহা নহে। বরং অনেক ইতিবাচক উদাহরণই আছে। কিন্তু মেরুদণ্ডে রোগ লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানো অতি কষ্টের, ইহা যাহাদের বোঝা সবচাইতে বেশি প্রয়োজন, তাহাদেরকে বুঝিতে হইবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। মনে রাখা প্রয়োজন, ঐ বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে 'সিস্টেমেটিক' অনিয়ম-দুর্নীতি চালাইয়া যাওয়া হইতে বিরত করিতেই হইবে। দুর্নীতি-অনিয়ম পৃথিবীর সকল দেশেই অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা মহামারির আকার ধারণ করিলে একটি দেশের অস্তিত্বই সংকটে পড়িতে পারে।

'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে পৃথিবী মাত্র এক ধাপ দূরে'

সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় লাভের মাধ্যমে পঞ্চম মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছেন রাশিয়ার প্রতাপশালী নেতা ভ্লাদিমির পুতিন। নতুন মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমাদের সতর্ক করে হুংকার ছাড়তে দেখা গেছে তাকে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে পৃথিবী মাত্র এক ধাপ দূরে।' লিখেছেন **বুরহানেতিন দুরান..**

সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় লাভের মাধ্যমে পঞ্চম মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছেন রাশিয়ার প্রতাপশালী নেতা ভ্লাদিমির পুতিন। নতুন মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমাদের সতর্ক করে হুংকার ছাড়তে দেখা গেছে তাকে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে পৃথিবী মাত্র এক ধাপ দূরে।'

পুতিনের মুখে পারমাণবিক যুদ্ধের কথা আমরা শুনে আসছি বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে। চলমান এই যুদ্ধের বিভিন্ন পটভূমিকায় একাধিক বার পারমাণবিক শক্তিমত্তা প্রদর্শনের হুমকি এসেছে পুতিনের মুখ থেকে। অবশ্য তিনি এ কথাও বলেন, 'পারমাণবিক যুদ্ধ প্রত্যাশা করে না কেউ-ই।'

মনে থাকার কথা, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ গত মাসে ইউক্রেনে ফরাসি পদাতিক বাহিনী মোতায়েন করার কথা বলেছিলেন। যদিও অধিকাংশ পশ্চিমা মিত্র দ্বিমত পোষণ করেছে ম্যাক্রঁর সঙ্গে। ন্যাটো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ইতালি ইতিমধ্যে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে ম্যাক্রঁর আহ্বান। এমনকি কেউ কেউ এমনও বলেছেন, রাশিয়াকে খেপিয়ে তুলছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট!

রুশ বাহিনী কিয়েভ বা ওডেসার দিকে অগ্রসর হলে ফরাসি সেনাবাহিনীকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে–ম্যাক্রঁর এমন মন্তব্যের পরেই পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'রাশিয়াকে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা চিন্তা করলে তাতে ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অংশ হয়ে যাবে না। বরং এতে করে এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির পথ বন্ধ হয়ে যাবে চিরতরে।'

ম্যাক্রঁর আরেক মন্তব্যও উত্তাপ ছড়িয়েছে বেশ খানিকটা। তিনি বলেছেন, 'আমাদের ভয় পেলে চলবে না। কারণ, আমরা কোনো বড় শক্তির মুখোমুখি নই। কোনো আহামরি শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছি না আমরা। বরং রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্রধারী একটি মধ্যম শক্তির দেশ।' বাস্তবিক অর্থে, এ ধরনের কথার লড়াই সংঘাত দীর্ঘতর করে তোলে।

পুতিনের হাত ধরে পারমাণবিক সংঘাতের সূত্রপাত হোক বা না হোক, ইউরোপের জন্য অপেক্ষা করছে আরেক বিপদ! ইউরোপীয় নেতাদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে 'ডোনাল্ট ট্রাম্পের ফিরে আসার সংবাদ'। মনে করা হচ্ছে, চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় লাভের মধ্য দিয়ে হোয়াইট হাউজে ফিরতে পারেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউরোপীয় নেতাদের ধারণা, সত্যি সত্যিই যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় আসেন, তাহলে ইউরোপের কপালে দুঃখই আছে! নেতাদের এ ধরনের চিন্তার পেছনে অবশ্য কারণও রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ন্যাটো নিয়ে অনেক বার বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। এই সংগঠনকে 'অপ্রচলিত, অকার্যকর' ইত্যাদি বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন। এমনকি ট্রাম্প এখনো চরম ন্যাটো-বিদ্বেষী। নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণাতে ন্যাটো সম্পর্কে বিষোদগার করা বন্ধ করেননি। সম্প্রতি ট্রাম্প বলেছেন, 'ন্যাটো তহবিলে নিয়মিত অর্থ প্রদান না করা সদস্য রাষ্ট্রদের বরং রাশিয়ার আক্রমণ করাই ভালো!'

ফিরে আসা যাক ম্যাক্রঁর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট সম্ভবত ইউরোপকে রক্ষায় ফ্রান্সের ভূমিকাকে বড় করে দেখাতে গিয়েই ইউক্রেনে ফরাসি সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রসঙ্গ টেনেছেন। এর মধ্য দিয়ে হয়তো-বা মিত্রদের তিনি আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন যে, ইউক্রেনকে জেতাতে সব ধরনের পশ্চিমা উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে ফ্রান্স। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা এক বারও বলেননি ম্যাক্রঁ।

পুতিনের হাত ধরে পারমাণবিক সংঘাতের সূত্রপাত হোক বা না হোক, ইউরোপের জন্য অপেক্ষা করছে আরেক বিপদ! ইউরোপীয় নেতাদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে 'ডোনাল্ট ট্রাম্পের ফিরে আসার সংবাদ'। মনে করা হচ্ছে, চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয় লাভের মধ্য দিয়ে হোয়াইট হাউজে ফিরতে পারেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইউরোপীয় নেতাদের ধারণা, সত্যি সত্যিই যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় আসেন, তাহলে ইউরোপের কপালে দুঃখই আছে! নেতাদের এ ধরনের চিন্তার পেছনে অবশ্য কারণও রয়েছে।

অন্যদিকে পুতিন ঠিকই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা বলেছেন সরাসরি।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেছেন, রাশিয়া অবশ্যই ইউক্রেন যুদ্ধে পরাজিত হবে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে এ-ও বলেছেন, কোনোভাবে যদি ইউক্রেনের পরাজয় ঘটে, তাহলে ইউরোপের ঐক্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা পড়বে বড় ধরনের প্রশ্নের মুখে। তিনি তো ভুল কিছু বলেননি।

চলমান এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত যা লক্ষ করা গেছে তা হলো, উভয় পক্ষই থেমে থেমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া খুব সহজেই জয়লাভ করার আশায় থাকলেও তা যেমন ঘটেনি, তেমনিভাবে পশ্চিমা শক্তির সহায়তায় ইউক্রেন বিজয়ের দ্বরপ্রান্তে বলে যেসব কথা শোনা যাচ্ছিল, তা-ও বাস্তবতার আলো দেখেনি।

এই যুদ্ধে বিজয়ের পাল্লা এখন রাশিয়ার দিকে ঝুলে আছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর মনে হয়েছিল, মস্কো অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তবে এই গণনা যে ভুল ছিল, তা আজ সবাই জানে। বরং রাশিয়ার অর্থনীতি আগের চেয়ে ভালো আছে বলেই শোনা যায়।

সব থেকে বড় কথা, ৫ম বারের মতো ক্ষমতায় এসে পুতিনকে বেশ আত্মপ্রত্যয়ী বলেই মনে হচ্ছে। ইউক্রেনকে পশ্চিমাদের অর্থ ও সামরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সত্ত্বেও রুশ সেনাদের দাপট থামানো যায়নি। রাশিয়াকে ধরাশায়ী করা যায়নি। বরং গুঞ্জন আছে, কোনোভাবে রাশিয়ার কৌশলগত পরাজয় ঘটলে তাতে ইউক্রেনের যতটা লাভ হবে, তার থেকে বেশি সুবিধা হবে পশ্চিমা বিশ্বের! পশ্চিমারা এ কারণেই পুতিনকে পরাজিত করতে মরিয়া ভাব দেখায়।

ঠিক এমন একটি প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনে ফরাসি সেনা মোতায়েনের ঘোষণা বিতর্ককে উসকে দিয়েছে। এই অবস্থায় ইউক্রেনীয় বাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রশ্নে পশ্চিমারা নতুন করে অস্ত্র ও সেনা সরবরাহ করলে ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটবে নিশ্চিতভাবে। আর একেই 'তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ' হিসেবে অবিহিত করেছেন পুতিন।

এ কথাও সত্য যে, রুশ ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট আশার কথাও শুনিয়েছেন। দুই প্রেসিডেন্টের কথার লড়াইয়ের মধ্যে শান্তির সম্ভাবনাও উঁকি মারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–ম্যাক্রঁ বলেছেন, প্যারিসে আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের সময় পুতিনকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাবেন তিনি। রাশিয়াকে সংঘাতের পথ এড়িয়ে চলার অনুরোধ করবেন।

মজার ব্যাপার হলো, পুতিন একটা সময়ে বেশ ঘন ঘনই 'শান্তির কথা' বলতেন। তবে বিশেষত ইউক্রেন যুদ্ধের পর তিনি বেশি মাত্রায় আগ্রাসি ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছেন। মাঝেমধ্যেই পারমাণবিক যুদ্ধের হুংকার দেন। এই অর্থে, পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা গরম নিঃশ্বাস ফেলছে বিশ্বের ঘাড়ে।

তাছাড়া বারংবার 'পারমাণবিক' শব্দের উচ্চারণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উদ্বিগ্ন করে তুলছে–সেটাই স্বাভাবিক।

মনে রাখতে হবে, ভেতরে ভেতরে আরেক ঘটনা ঘটে গেছে!

আফ্রিকায় রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে এই অঞ্চলে ফ্রান্সের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। মূলত এ কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের দেশগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করে আসছে প্যারিস। এই কাজে ফ্রান্সকে বেশ ঘাম ঝরাতে হচ্ছে বটে, তবে এতে বেশ কাজও হচ্ছে! রাশিয়ার সঙ্গে সহিংস সংঘর্ষ বাধতে পারে–ইউরোপীয় নেতাদের এমন কথা বোঝাতে পেরেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। ইউরোপীয় সরকারগুলো যে রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুংকারে ভয় পাচ্ছে না, এ কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে? অবশ্যই না। তবে হুট করেই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের পথে হাঁটবেন না পুতিন, এটা একপ্রকার নিশ্চিত। অন্তত আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত পারমাণবিক রিমোট পকেটেই রাখবেন রুশ স্বৈরশাসক।

লেখক: আংকারা ইউনিভার্সিটির সামাজিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক, সিটা ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ক ও তুর্কিশ প্রেসিডেন্সি সিকিউরিটি অ্যান্ড ফরেন পলিসিস কাউন্সিলের সদস্য

ডেইলি সাবাহ থেকে অনুবাদ:

রাশিয়ায় এই সময় কেন আইএস-খোরাসানের হামলা

বিশেষ প্রতিবেদক

আপাতদৃষ্টে মস্কোর ক্রোকাস সিটি হলে শুক্রবারের সন্ধ্যাটা ছিল অন্য দিনের মতোই সাধারণ। কিন্তু কনসার্ট চলাকালে হঠাৎ করেই হৃদয়বিদারক আর ভয়াবহ হামলা শুরু হলো আর পুরো অঞ্চলে আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। ছদ্মবেশী বন্দুকধারীরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে সেখানে প্রবেশ করে কনসার্টে সমবেতদের ওপর নির্মমভাবে গুলি বর্ষণ করে।

এই ভয়াবহ হামলায় কমপক্ষে ৬০ জন নিহত হন। আহত হন ১৪৫ জন। কয়েক দশকের মধ্যে রাশিয়ার মাটিতে এটি অন্যতম ভয়াবহ হামলা। এই হামলা ২০০৪ সালের বেসলন স্কুলের ট্র্যাজিক হামলার স্মৃতি জাগায়।

আমাক নিউজের টেলিগ্রাম চ্যানেলের বরাতে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, এই হামলার সঙ্গে ইসলামিক স্টেটের আফগানিস্তান শাখা আইএসআইএস-কে দায় স্বীকার করেছে। এই হামলা আইএসআইএস-কে যে বড় ধরনের হামলা করতে সক্ষম, সেটাই কেবল প্রমাণ হলো না, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরির প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়েছে।

বিশেষ করে ২০২২ সালে ইউক্রেনে আগ্রাসনের শুরুর পর থেকে পশ্চিমের সঙ্গে রাশিয়ার যে উত্তেজনাকর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপট থেকে এই সম্ভাবনা প্রবল।

আইএসআইএস-কে কী এবং এর জন্ম কীভাবে

ইসলামিক স্টেট খোরাসান (আইএসআইএস-কে) বৃহত্তর সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের শাখা। ২০১৪ সালে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে এর জন্ম। আজকের ইরান, তুর্কমিনিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে একসময়কার ঐতিহাসিক অঞ্চল খোরাসানের নামের সঙ্গে মিলিয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি তাদের নামকরণ করেছে। নৃশংস কৌশল ও চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের কুখ্যাতি আছে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও তালেবানের সাঁড়াশি আক্রমণের কারণে ২০১৮ সাল থেকে আইএসআইএস-কের শক্তি অনেকটাই কমে যায়। তারপরও গোষ্ঠীটি ওই অঞ্চলের জন্য বড় হুমকি হিসেবে থেকেই গেছে।

২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো এবং তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার সক্ষমতা

আমেরিকানদের কমে গেছে।

আইএসআইএস-কের যত আক্রমণ

আইএসআইএস-কে অসংখ্য হামলার জন্য দায়ী। প্রধানত আফগানিস্তান ও আশপাশের অঞ্চলে তারা এসব হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি মসজিদে বোমা হামলা, কাবুলে রাশিয়ার দূতাবাসে হামলা, ২০২১ সালে কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার মতো ঘটনা রয়েছে। এসব হামলায় অসংখ্য সামরিক ও বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকান সেনারাও রয়েছে।

আইএসআইএস-কের সন্ত্রাসের ইতিহাস ঘাঁটলে এটা পরিষ্কার যে সতর্ক হয়ে ওঠার লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করার এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ওপর অব্যাহত হুমকি তৈরির সক্ষমতাও তাদের রয়েছে।

রাশিয়াকে কেন লক্ষ্যবস্তু বানাল আইএসআইএস-কে

রাশিয়া ও প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি শত্রুতার ইতিহাস বিবেচনায় নিলে মস্কোর কনসার্ট হলে আইএসআইএস-কের হামলাটি মাত্রার দিক থেকে তীব্রতম। আইএসআইএস-কের হামলার একটা কারণ হতে পারে, মধ্যপ্রাচ্যে, নির্দিষ্ট করে সিরিয়ায়, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সামরিক আগ্রাসন। পুতিন সিরিয়ায় সেনা পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছেন। পরিষ্কারভাবে সেখানে আইএসআইএস ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাশিয়ান সেনারা লড়াই করছে। আসাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি সেখানে রাশিয়ার প্রভাব বজায় রাখার উদ্দেশ্য থেকেই পুতিন সেখানে সেনা পাঠিয়েছেন। এটা সরাসরি আইএসআইএসের উদ্দেশ্যবিরোধী।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আইএসআইএস-কে রাশিয়া মুসলিম নিপীড়ক দেশ বলে মনে করে। এ কারণেই রাশিয়ার সঙ্গে তাদের বিরোধ। এ ছাড়া, আইএসআইএস-কের অনেক সদস্য এসেছে মধ্য এশিয়ার দেশগুলো থেকে। তারা তাদের দুর্দশার ঐতিহাসিক কারণ মনে করে রাশিয়াকে। রাশিয়ার মাটিতে হামলার এটাও একটা কারণ হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে সাড়া দিচ্ছে মস্কোর কনসার্টে হামলার জন্য আইএসআইএস-কে যে দায় স্বীকার করেছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের গোয়েন্দা সূত্রে নিশ্চিত করেছে। সন্ত্রাসীদের মধ্যে আদান-প্রদান করা বার্তার পাঠ উদ্ধার করে যুক্তরাষ্ট্র আপাতভাবে রাশিয়াকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে বড় কোনো গণজমায়েতে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে।

মস্কোর কনসার্টে হামলার জন্য আইএসআইএস-কে যে দায় স্বীকার করেছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের গোয়েন্দা সূত্রে নিশ্চিত করেছে। সন্ত্রাসীদের মধ্যে আদান-প্রদান করা বার্তার পাঠ উদ্ধার করে যুক্তরাষ্ট্র আপাতভাবে রাশিয়াকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে বড় কোনো গণজমায়েতে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে।

রাশিয়াতে অবস্থানরত রাশিয়ানদের চলাচলের ওপর উপদেশমূলক বার্তা দেওয়া এবং রাশিয়ার সরকারকে তথ্য জানানো সত্ত্বেও এই ট্র্যাজিক হামলাটি ঘটেছে। এ হামলার ঘটনা থেকে বেরিয়ে এল, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের হুমকি অব্যাহত রয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা তথ্যের আদান-প্রদান ও নিরাপত্তা সহযোগিতার ক্ষেত্রটি যে কতটা জটিল, তা-ও বেরিয়ে এল।

সৌজন্যে টাইমস অব ইন্ডিয়া।

ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

আলিগড়ের সহায়তায় অধ্যাপকদের শিক্ষণ কালিয়াচক কলেজে

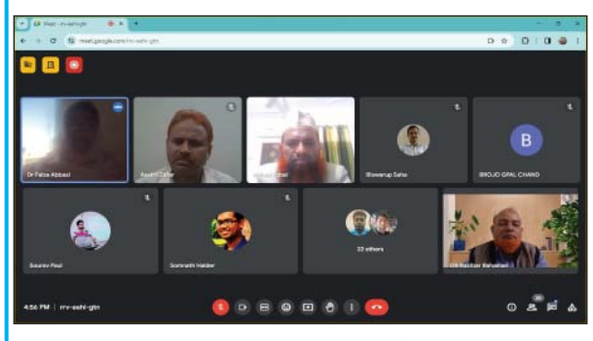

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ের উপরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা দের ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট এর জন্য শর্ট টারম কোর্স এর আয়োজন করা হয়েছিল আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ইউজিসি এইচআরডিসি এবং কালিয়াচক কলেজের যৌথ পরিচালনায়। পশ্চিমবাংলার একটি অনন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কালিয়াচক কলেজ, প্রায়ই প্রতিবছর, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা দের প্রশিক্ষণমূলক উচ্চ পর্যায়ের এই ধরনের কোর্সের আয়োজন করে থাকে। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন অনুমোদিত হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এর পরিচালনায় ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষার শিক্ষকদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার সঙ্গে পূর্ব ভারতের কালিয়াচক কলেজ সহযোগিতা করেই অত্র অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের জন্য এই ধরনের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এবারের অনলইন পদ্ধতিতে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী এই কোর্সে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের প্রায় চল্লিশ জন অধ্যাপক অধ্যাপিকা সুযোগ গ্রহণ করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক ৭ দিনের এই কোর্স ১৬ই মার্চ উদ্বোধন করেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর ডক্টর আসিম জাফর। তত্ত্বাবধানে ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসি এসআরডিসির ডাইরেক্টর প্রফেসর ফাইজা আব্বাসী, টেকনিক্যাল পারসন এমএস মাজাহার জায়দী। কালিয়াচক কলেজের পক্ষ থেকে হোস্ট ইন্সটিটিউশন কর্ডিনেটর অধ্যক্ষ ডঃ নাজিবর রহমান, সহযোগিতা করেন এই কলেজের আরবি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মুজতবা জামাল। সপ্ত দিনব্যাপী এই কোর্সে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট ছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্লাস রুমে মুডল ব্যবহার , শিক্ষাদান এবং গবেষণায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর প্রয়োগ, লার্নারস সেন্ট্রিক ই কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ, শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে টেকনোলজির ব্যবহার, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি টুয়েন্টি-টুয়েন্টি এবং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার, ইত্যাদি। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং এন্ড অ্যাডমনিস্ট্রেশন, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডঃ আম্বেদকার বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতী বিদ্যাপীঠ ইনস্টিটিউট অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট এর খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষকগণ রিসোর্স পারসন হিসেবে যোগদান করেন। ভ্যালিডেক্টরি সেশানে কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর নাজিবর রহমান উল্লেখ করেন ছাত্র-ছাত্রীরাই যেহেতু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তাদের গুণমান বৃদ্ধির জন্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা দের দক্ষতার উন্নয়ন প্রয়োজন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কালিয়াচক

সঠিক সময়ে খাবার না পেয়ে ভোট কর্মীদের বিক্ষোভ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সঠিক সময়ে খাবার না পেয়ে বিক্ষোভ ভোট কর্মীদের। পাশাপাশি খাবারের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ভোট কর্মীরা। অন্যদিকে, বিক্ষোভের খবর পেয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছুটে আসেন পুলিশ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। ভোট কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, শনিবার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোট কর্মীদের প্রথম দফার প্রশিক্ষণ শুরু হয় জেলা জুড়ে। সকাল দশটায় ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমা এবং বালুরঘাট মহকুমা মিলিয়ে প্রায় ৫ টি জায়গায়র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুরু হয় ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ পর্ব। ভোট কর্মীদের অভিযোগ, দুপুর ৩ টে বেজে গেলেও অধিকাংশ কর্মীকে খাবার দেওয়া হয়নি। আবার খাবার পেলেও তার গুণগত মান খারাপ বলেই অভিযোগ তোলেন ভোট কর্মীরা। এর পরেই ভোট কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এডিএম ইনচার্জ সুব্রত মোহন্ত, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা,ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ সহ অন্যান্য পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আশা এক ভোট কর্মী সুব্রত কমার দে জানান, ‘প্রায় তিনটে বেজে গেছে অথচ আমরা প্রচুর ভোট কর্মী এখনো খাবার পায়নি। খাবারের মান ভালো নয়।’ এবিষয়ে এডিএম ইনচার্জ সুব্রত মোহন্ত জানান, দুপুরের খাবারের যে সময় ছিল তার থেকে কিছুটা দেরিতে খাবার পৌঁছেছে। দুই মহকুমার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে খাবার একটু দেরিতে পৌঁছেছিল। ফলে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। খাবার বিতরণ করা হয়ে গেছে।পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

সেলিমের নাম ঘোষণা হতেই দেওয়াল লিখন শুরু জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: নির্বাচনের আগেই বিজেপি তাদের প্রথম পর্যায়ের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন তার পরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যর ৪২ আসনেই দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন ব্রিগেডের সভা থেকে তার পর প্রথম পর্যায়ের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন বামফ্রন্ট পরে কংগ্রেস ঘোষণা করেন তার পরেও বাদ থেকে যায় মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা।
এই কেন্দ্রে মহ সেলিমের নাম নিয়ে জল্পনা চলছিল দীর্ঘ দিন ধরে অবশেষে শনিবার বিকেলে আনুষ্ঠানিক ভাবে বামেদের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন মহ সেলিমের নাম আর সেই ঘোষণা হতেই মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের রানীনগর , ডোমকল, জলঙ্গিতে মিছিল ও দেওয়াল লিখন শুরু করে দেয়।নাম ঘোষণা নিয়ে বাম নেতৃত্বরা বলেন মোহাম্মদ সেলিম মানুষের আবেগ তাই মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে তার নাম ঘোষণা হতেই আনন্দ উল্লাস শুরু করে দিয়েছে বাম সমর্থিত কর্মী সমর্থকরা। এ বিষয়ে সাদিখান দেয়ার এরিয়া কমিটির সম্পাদক আহসান আলী বলেন নাম ঘোষণা হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় মিছিল ও দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছেন বাম কর্মী সমর্থকরা। তবে মহাম্মদ সেলিমকে বিপুল ভোটে জয়ী করে পার্লামেন্টে পাঠানোর কথাও জানান এদিন বাম সমর্থকরা। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে এবার হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে। মোহাম্মদ সেলিমের নাম ঘোষণা হতেই সাদিখান দেয়ার এরিয়া কমিটির সাদিখান দেয়ার বাজার ও ভাদুরিয়া পাড়া বাজারে মিছিল করে দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন জানান।এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন বিধায়ক গৌরী শংকর ঘোষ,তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খান, আইএসএফ প্রার্থী হাবিব সেখ,বাম কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী মোঃ সেলিমের নাম ঘোষণা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মন্ত্রীর বাড়ি থেকে ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে ইডি হানা হয়েছিল গতকাল। ইডি সূত্রে জানা যায় মন্ত্রীর বাড়ি থেকে নগদ ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। বিপুল পরিমাণে নগর টাকা উদ্ধার হওয়াতে ইডি আধিকারীরা খোঁজ নিচ্ছেন টাকার উৎস কোথা থেকে। এছাড়া তার বাড়ি থেকে কিছু নতি উদ্ধার করে নিয়ে গেছে ইডি আধিকারীরা। মন্ত্রী আজ তার বোলপুরের বাড়ি নিচুপটি থেকে আড়াইটা নাগাদ বের হন। সাংবাদিকদের সামনে মুখোমুখি হতে চাইছেন না।

বরানগর বিদ্যামন্দিরের ৭৫ বর্ষ পূর্তি

অভিজিৎ সাহা ● বরানগর

আপনজন: ১৯৪৯ সালের ২৪ মার্চ প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে প্ল্যাটিনাম জুবিলি প্রভাতফেরীর আয়োজন করল বরাহনগর অঞ্চলের ঐতিহ্যমণ্ডিত বরানগর বিদ্যামন্দির। উত্তর শহরতলির এই উজ্জ্বল উদ্যোগে পায়ে পা মেলালেন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও বরানগরের বিশিষ্টজনেরা। উৎসবমুখর এদিনের উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানান স্কুল কর্তৃপক্ষ মায় প্রধান শিক্ষক মানস সেনগুপ্ত।

হাসনাবাদে মানবতার স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাসনাবাদ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ থানার কাটাখালি গ্রামে শনিবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতা ইফতার সামগ্রী তুলে দিল এলাকার দুস্থ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী ১০০ জন মানুষের হাতে। পাশাপাশি মানবতার ডাক্তার সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয় স্বাস্থ্য শিবির। যেখানে ১১৫ জন মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। যেখানে সুগার টেস্ট এর ব্যবস্থাও ছিল। উপস্থিত ছিলেন এস এস কে এম হসপিটাল এর ডাক্তার জাফরিয়াব পিয়াদা, দ্বিতীয় বর্ষের সুদীপ্ত সরকার, সমাজকর্মী সাইনা চৌধুরী মানবতার খুঁদে সদস্য জোয়া হাসিন ও জাকি এহসান। প্রধান শিক্ষক আকবর আলী গাজী,গ্রাম সদস্য আলাউদ্দিন গাজী,হান্নান গাজী,স্কুল শিক্ষক আব্দুল মহিউদ্দিন। এদিনের অনুষ্ঠানে ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেন ওই এলাকার সমাজকর্মী সুন্দর গাজী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোস্তফা সিরাজ।

বীরসা মুন্ডার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও সারহুল উৎসব

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: সারহুল উৎসবের দিনে বীরসা মুন্ডার পূর্ণ অবয়বের উদ্বোধন করল আদিবাসি ভূমিজ মুন্ডা সমাজের মানুষজন। শনিবার পাঁশকুড়া ব্লকের বেনাগোলেসা প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা সসমাজ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সারহুল উৎসব আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন আদিবাসী সমাজের মানুষজন ধামসা মাদলের তালে নাচে গানে পদযাত্রার আয়োজন করেন। সচেতনতা শিবির ও আলোচনা সভার আগে সারহুল উৎসবে মেতে ওঠেন আদিবাসী সমাজের মানুষজন। এদিন বেনাগলেসায় বীরসা মুন্ডার পূর্ণ অবয়বের উদ্বোধন করেন ভারত মুন্ডা সমাজের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রবীন্দ্রনাথ সিং। এদিন সচেতনতা শিবিরে আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ সিং, শুভঙ্কর সিং, জগাই লায়েক, উত্তম কুমার লায়েক, মিন্টু সিং সহ অন্যান্যরা। রবীন্দ্রনাথ সিং বলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাথে আদিবাসীদের ইতিহাস ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ইতিহাসকে সুপরিকল্পিতভাবে আজ বিকৃত করা হচ্ছে।

নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন মোর্তজা হোসেন

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সুতিতে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন জঙ্গিপুর লোকসভার জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী মোর্তুজা হোসেন ওরফে বকুল। শনিবার বিকেলে সুতির অরঙ্গাবাদের একান্ত আপন লজে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সুতি-২ ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা থেকে কার্যত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করেন তিনি। সেসময় উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর লোকসভার বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মুর্তজা হোসেন (বকুল), সুতি-২ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান, সহ-সভাপতি সুব্রত দাস, মুর্শিদাবাদ জেলার সোশ্যাল মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর জাহাঙ্গীর সেখ সহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিড়ি শ্রমিক ইস্যু থেকে শুরু করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জঙ্গিপুর লোকসভার বিদায়ী সাংসদকে কড়া আক্রমণ করেন কংগ্রেস প্রার্থী মোর্তুজা হোসেন। প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই জঙ্গিপুর লোকসভা এলাকা জুড়ে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলেই জেতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন কংগ্রেস প্রার্থী।

কল্যাণীতে বিশ্ব জল দিবস নিয়ে সেমিনার

ফারুক আহমেদ ● কল্যাণী

আপনজন: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশগত তথ্য সচেতনতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবিকা কর্মসূচি-এর উদ্যোগে গত ১৯ ও ২০ মার্চ বিশ্ব জল দিবস উদযাপন করা হোলো একটি দ্বি-দিবসীয় জাতীয় আলোচনা চক্র ও কর্মশালার মাধ্যমে।
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ২২ টি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক-গবেষিকাদের নিয়ে এই আলোচনা চক্র ও কর্মশালার উদ্বোধন করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় ড. অমলেন্দু ভূঁইয়া।
“জল সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার যোগ্য সরবরাহ” নামাঙ্কিত এই আলোচনা চক্রের মূল আকর্ষণ ছিলো ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মডেল ও পোস্টার প্রতিযোগিতা। এদিনের মূল আলোচনা চক্রে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু রায় ও বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. সুভাষ চন্দ্র সাঁতরা।

মালদায় জমজমাট ভোট প্রচারের খেলা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদায় জমজমাট ভোটের মেলা কোন দল এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে নারাজ।বিভিন্ন দল এখন জোর কদমে নেমে পরেছে প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপির ও কংগ্রেস ।মালদা উত্তর থেকে মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসে, বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা প্রচারে একে অপরকে টেক্কা দিতে নেমে পরেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শাহনওয়াজ আলী রায়হান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে সাথে নিয়ে চষে বেড়াচ্ছেন মালদার কালিয়াচক ২ নং ব্লক। কখনো হুড খোলা জিপে আবার কখনো পায়ে হেঁটে নিজের সমর্থনে ভোট চাইছেন।
অন্য দিকে মালদার রূপকার প্রয়াত বরকত সাহেবের সমাধিতে দোয়া পাঠ করে ভোট প্রচার শুরু করেছে দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী। কোতুয়ালি ভবনে বরকত সাহেবের সমাধিতে দোয়াপাঠ করেন। তাদের সকলকে

নিয়ে দোয়া পাঠের পর দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট প্রচারে নামেন। মালদার মানুষের জন্য আগামীতে অনেক কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে জোট না হলেও মালদায় কংগ্রেস নিজের শক্তিতে ভোটে লড়তে প্রস্তুত বলে জানান দেন। পাশাপাশি মালদা উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসুন ব্যানার্জীও প্রচারে ঝড় তুললেন। উত্তর মালদার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন ভোট প্রচার বিভিন্ন পারিবারের সাথে দেখা করেন তাদের সমস্যা কথা শোনেন এবং তাদের এলাকার বিজেপি সাংসদ কোন কাজ করেনি বলে অভিযোগ করে তিনিও জোর কদমে ভোট প্রচার চালাচ্ছেন।

২০০ পরিবার যোগ দিল তৃণমূলে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে শুক্রবার উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের খিলা অঞ্চলের রাজাপুর মাঠে বর্ধিত কর্মীসভার আয়োজন হয়। উক্ত কর্মীসভা থেকে বিভিন্ন দল ছেড়ে ২০০টির মতো পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।সকলের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা। উক্ত কর্মীসভা থেকে বিধায়ক কার্যত হুঁশিয়ারি সুরেই দলের প্রধান-উপ-প্রধান এবং অঞ্চল সভাপতিদের জানান, উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের ১৬টি অঞ্চলের মোট ২৬১টি প্রতিটি বুথেই লিড দিতে হবে! আর লিড না দিতে পারলে ৪ জুনের পরের দিনই পদ ছেড়ে দেবেন! বিধায়ক আরও বলেন উলুবেড়িয়া লোকসভার কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে উদয়নারায়ণপুর থেকেই সর্বাধিক ভোটে লিড করে সাজদা আহমেদকে ফের দিল্লিতে পাঠাতে হবে প্রতিটি কর্মীকে সংকল্প নিতে হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ গায়েন, সহসভাপতি লক্ষীকান্ত দাস প্রমুখ।

দুর্গাপুরের নানা স্কুলে বিশ্ব জল দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দুর্গাপুর

আপনজন: ইস্পাত নগরীর মেঘনাদ সাহা হাইস্কুল, সিটি সেন্টারের বিদ্যাসাগর প্রাঃ স্কুল, বিজরা হাইস্কুল ও সগড়ভাঙ্গা হাই স্কুলে বিশ্ব জল দিবসের আলোচনা, ক্যুইজ ও দামোদর বাঁচানোর সমীক্ষা পত্র পূরণ করা হয়। ইস্পাত বিজ্ঞান কেন্দ্র,ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বিজ্ঞান কেন্দ্র ও আঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষে বিশ্ব জল দিবসের অনুষ্ঠানগুলি থেকে জল ও নদী বাঁচানোর অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় ও বসন্ত উৎসবের সূচনা করা হয়। আলোচক রূপে ছিলেন পঃবঃবিজ্ঞান মঞ্চে’র রাজ্য কমিটির সদস্য রাম প্রনয় গাঙ্গুলী, রাজ্য কাউন্সিল সদস্য শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, পঃবর্ধমান জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য দেবব্রত চৌধুরী,বিজরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ নিজামুদ্দিন,সগরভাঙা হাইস্কুলের শিক্ষক রাজীব চ্যাটার্জী ও বিদ্যাসাগর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তৃষা দে। ক্যুইজ পরিচালক রূপে ছিলেন ইস্পাত বিজ্ঞান কেন্দ্রের কার্য্যকরী সভাপতি অশোক ভাদুড়ী ও ডারুইন বিজ্ঞান চক্রের সম্পাদিকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন ইস্পাত বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভানেত্রী অরুন্ধুতি ভাদুড়ী, কোষাধ্যক্ষ অমিয় দত্ত, সদস্য স্বপন মিশ্র, শিক্ষক শেখ আজম, শিক্ষিকা কাকলি ধাড়া, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শেখ জালালউদ্দিন ও শিক্ষিকা তৃপ্তি বিশ্বাস প্রমুখ।

খারেজি মাদ্রাসায় ইফতার সভা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: রমজান মাস পড়তেই নানা এলাকায় ইফতার মজলিশের আয়েঅজন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ ইফতার মজলিস আয়োজনে করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের কাঠজ্বালা-ছেলেগোয়ালিয়া খারেজি মাদ্রাসা। ২২ মার্চ শুক্রবার বিশেষ ইফতার মজলিস-এ অংশগ্রহণ করেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং এলাকার সাধারণ মানুষ। উদ্যোক্তারা জানান মাদ্রাসার দ্বিতলে অনুষ্ঠিত বিশেষ ইফতার মজলিস- প্রায় ৩৫০ জন ব্যাক্তি ইফতার গ্রহণ করেন। ইফতার মজলিস-এর দুয়া পরিচালনা করেন মাদ্রাসা পরিচালক মাওলানা ইজাজুল ইসলাম। ইফতার শেষে পবিত্র মাগরিব -এর নামাজ আদায় করা হয়।

হাইস্কুলে হার্বাল আবীর তৈরি কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লকের গোদাপিয়াশাল মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো হার্বাল আবীর তৈরির কর্মশালা। অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের এন এস এস বিভাগের স্বেচ্ছাসেবকরা। শিক্ষক মণিকাঞ্চন রায়ের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ফুল, পাতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আবীর তৈরির কৌশল শেখালেন শিক্ষক শিবপ্রসাদ কুন্ডু ও শুভেন্দু রায় এবং সুদীপ্তা দাস প্রমুখ। পলাশ ফুল, জবা ফুল, পালং শাক, ধনেপাতা বিট গাজর ইত্যাদি দিয়ে ভেষজ আবির প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ হল। নিজেদের হাতে আবীর তৈরি করে ফেলল ছাত্র ছাত্রীরা। উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভূপাল প্রসাদ চক্রবর্তী।

ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে প্রচার শুরু এসইউসির

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নিবার্চন উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড রামকুমার মন্ডল-এর সমর্থনে ২৩ মার্চ ডায়মন্ড হারবার শহরে জনসংযোগ ও মিছিল সংঘটিত হল এস ইউ সি আই (সি) ডায়মন্ড হারবার লোকাল কমিটির উদ্যোগে। বিদ্যুতে স্মার্ট মিটার, ধর্ম ভিত্তিক নাগরিকত্ব আইন সিএএ চালুর বিরুদ্ধে, বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবীতে মানুষের কাছে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন প্রার্থী। রামকুমারবাবু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনের শক্তিকে আরো শক্তিশালী করতে সর্বত্র এসইউসিআই এর প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

পাথরচাপুড়িতে শুরু দাতাবাবার উরস

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের সিউড়ি থানার অন্তর্গত পাথরচাপুড়ীতে বিরাজমান হযরত দাতা মেহবুব শাহ ওলির ১৩২ তম পবিত্র উরস মোবারক ও সপ্তাহব্যাপী মেলার শুভসূচনা করা হয় শনিবার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।শুরু হল। দাতা বাবার মাজার সংলগ্ন মসজিদের মোয়াজ্জেন কামাল উদ্দিনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে পবিত্র উরস মোবারক ও মেলার শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী সংগীতে ফকিরি গান পরিবেশন করেন প্রিয়াঙ্কা সরকার খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা শওকত আলী। কথিত আছে যে,সুদূর ইরান থেকে হযরত দাতা মাহবুব শাহ ওলি বীরভূমের পাথরচাপুড়িতে আসেন এবং এখানেই তিনি সুফি সাধক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখ।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, দাতাবাবার মাজার সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি প্রতীক। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এখানে নিজেদের ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি আরও বলেন যে, এই মেলা তথা মাজারের উন্নয়নে বর্তমান রাজ্য সরকারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। গত ৯ মাসে ৯ কোটি টাকার উপর বর্তমান রাজ্য সরকার সংস্কার কার্যে খরচ করেছেন। আগামীতেও এই সরকার আরো অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন। জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, নগরী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পদ্মা বাগদি সহ বহু বিশিষ্ট জনেরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন জেলার প্রখ্যাত সঞ্চালক বরুন দাস।

প্রচারে কল্যাণ

আপনজন: চন্ডীতলার চণ্ডী মন্দিরে পূজা দিয়ে শুরু হল শ্রীরামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার। ছবি: সেখ আব্দুল আজিম

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: মরক্কোর কাজী থেকে ইতিহাস বিখ্যাত পর্যটক: ইবনে বতুতা
- নিবন্ধ: ফিলিস্তিনের মানুষজনের নতুন আশা ও ভরসা
- অণুগল্প: অবশেষে বসন্ত এলো
- বড়গল্প: কেউ ডাকছে
- ছড়া-ছড়ি: হাতির নাতির অন্নপ্রাশন

মরক্কোর কাজী থেকে ইতিহাস বিখ্যাত পর্যটক

ইবনে বতুতা

ইবনে বতুতার নাম শোনেনি এমন লোক হয়তো খুব কমই আছে। ইতিহাসের বিখ্যাত কয়েকজন পর্যটকের মধ্যে ইবনে বতুতার নাম থাকবে তালিকার প্রথম দিকেই, যিনি ঘুরে বেরিয়েছেন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পদধূলি ফেলেছেন দেশ-দেশান্তরে। আসুন জেনে নেই বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সম্পর্কে। লিখেছেন **শাকিল আহমেদ...**

ইবনে বতুতা নামে তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত হলেও তাঁর মূল নাম শেখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ। তিনি একাধারে একজন পর্যটক, বিচারক, চিন্তাবিদ, সুন্নি ইসলামের মালেকী মাযহাবের অনুসারী একজন ধর্মতাত্ত্বিক।
ইবনে বতুতা ২০ বছর বয়সে বেরিয়ে পড়েন বিশ্বভ্রমণে। এরপর একটানা ৩০ বছর ঘুরে বেড়ান বিশ্বের নানা প্রান্ত। এ সময় তিনি ভ্রমণ করেন ১,২০,০০০ কিলোমিটার। তৎকালে তিনি পৃথিবীর সকল মুসলিম সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেন এবং সেসব অঞ্চলের শাসকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর ইবনে বতুতা যখন তার নিজ দেশ মরক্কোতে ফিরে আসেন, তখন মরক্কো সুলতান আবু ইনান ফারিস ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য তাকে তাগাদা দেন। তার সমগ্র ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য সাহায্যকারী হিসেবে কবি ইবনে জোযাইয়াকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৩৫৫ সালে তার ভ্রমণকাহিনী নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়।
তার এই ভ্রমণকাহিনীর নিবন্ধটির নাম রাখা হয় 'রিহলা'। এটি ছিল ১৪ শতকের পূর্বে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক দলিল। এই গ্রন্থটি ১৯৫৮ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। আরবী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের পূর্ণনাম হলো 'তুহফাতুন-নুজ্জার ফি গারাইবিল আমসার ওয়া আজাইবিল আস্ফার'।
ইবনে বতুতার ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে বের হয়ে আসে ঐ সমস্ত অঞ্চলের তৎকালীন মানুষের জীবনযাপন, রাজনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থা। একইভাবে তার বিবরণ থেকেই আমরা জানতে পারি সে সময়ে বাংলার অধিবাসীদের জীবন ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে।
তার ভ্রমণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি সর্বসাধারণের পর্যায়ে মিশে যেতেন। কথা বলতেন সব ধরনের মানুষের সাথে। আর এসমস্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধকরে রাখতেন। তার বর্ণনায় প্রকাশ পেত সেসমস্ত অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও নয়নাভিরাম প্রকৃতিক সৌন্দর্য। প্রাণবন্ত অনুভূতি, সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ এবং তার সাবলীল ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সেই সময়কার বাস্তব চিত্রটাই যেন তুলে ধরেছে।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

ইবনে বতুতা জন্মগ্রহণ করেন মরক্কোর তাঞ্জিয়ারে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৩০৪ সালে এক সম্ভ্রান্ত সুন্নি মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন পেশায় একজন কাজী। ধারণা করা হয়, তার পরিবার পশ্চিম আফ্রিকার 'লাওয়াতা' যাযাবর শ্রেণীর উত্তরসূরী। ছোটবেলা থেকেই তিনি ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাপক পান্ডিত্য অর্জন করেন। এছাড়া তাঞ্জিয়ার আইনশাস্ত্র এবং সাহিত্যে উপর জ্ঞান অর্জন করেন। তার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় পরিব্রাজক হওয়া। মিশর, সিরিয়া ও হিজাজ অঞ্চলের খ্যাতনামা আলেমদের অধীনে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা। তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রের উপর বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন, পরবর্তীতে যা বিভিন্ন ইসলামিক রাজ্য তাকে কাজীর আসনে সম্মানিত করে।
১৩২৫ সালে হজ্জ পালনের জন্য তিনি তার জন্মভূমি তাঞ্জিয়ার ছাড়েন। যখন তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তার বয়স মাত্র ২১ বছর। সে সময় সাধারণত মরক্কো থেকে হজ্জ করে আবার মরক্কোতে ফিরতে প্রায় ১৫ মাস সময় লেগে যেত। কিন্তু ইবনে বতুতা প্রায় অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে তিনবার হজ্জ করে ২৪ বছর পর তার জন্মভূমি তাঞ্জিয়ারে ফেরেন। এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি তার নিবন্ধে লেখেন,
হজ্জ পালন ও বিশ্ব নবীর রওজা মোবারক জিয়ারতের জন্য ১৪ই জুন ১৩২৫ সালে আমি আমার জন্মভূমি তাঞ্জিয়ার ছেড়ে যায়। সেই হিসেবে তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর। এই পথে যাওয়ার জন্য সঙ্গী হিসাবে আমি কাউকেই পাইনি। কাফেলার খোঁজ করেও যখন আমি পেলাম না তখন একাই বেরিয়ে পড়লাম। সে সময় আমার মা-বাবা জীবিত ছিলেন। তাদের ছেড়ে আসাটা খুব কষ্টের ছিল। বিদায়বেলায় আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

বিশ্বভ্রমণ

ইবনে বতুতা প্রায় ৪৪টি দেশ ভ্রমণ করেন, দৈর্ঘ্যে যা প্রায় ১,২০,০০০ কিলোমিটার বা ৭৫,০০০ মাইল। বিশেষ করে তিনি সেই সময়কার সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ভ্রমণ করেন।

প্রথম হজ্জ

ইবনে বতুতা ১৩২৫ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে মক্কায় হজ পালনের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করেন। সে সময় তিনি উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রের তীর ধরে পায়ে হেঁটে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। যাত্রাপথে তিনি আব্দ আল ওয়াদিদ এবং হাফসিদ সাম্রাজ্য তিমসান, বিজাইরা এবং তিউনিস হয়ে মক্কায় এসে পৌঁছান।
উল্লেখ্য, যাত্রাপথে তিনি তিউনিসে দুই মাস সময় কাটান। তখন তিউনিসের সুলতান ছিলেন আবু ইয়াহিয়া। তিউনিসিয়ার একটি শহর ছিল কাবিস। এই কাবিস শহরে তিনি তিউনিসের এক উকিলের মেয়েকে বিয়ে করেন। কিন্তু এই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি।
ত্রিপোলিতে পৌঁছার পর উকিলের সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় এবং বিয়ে ভেঙে যায়। পরে ত্রিপোলির ফেজে এসে তিনি পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।
৫ই এপ্রিল, ১৩২৬ সালে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে পৌঁছান। আলেকজান্দ্রিয়ার দুজন বিখ্যাত সুফি সাধকের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শেখ বোরহানুদ্দিন। তিনি ইবনে বতুতাকে বলেন, "আমার মনে হচ্ছে তুমি বিশ্বভ্রমণ করবে।" শেখ বোরহানউদ্দিন বলেন, "তুমি ভারতে আমার ভাই ফরিদউদ্দিন, সিন্ধু প্রদেশের রোকনউদ্দিন এবং চীনে বুরহানউদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেবে।"
অপরজন হলেন শেখ মুর্শিদি। এই দুই সাধকের কাছ থেকে ইবনে বতুতা বিশ্বভ্রমণের জন্য সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পান। যদিও প্রথমদিকে তার বিশ্বভ্রমণের পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু এই দুই সাধকের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনেন।
১৩২৬ সালের সম্পূর্ণ রমজান মাস তিনি সিরিয়ার দামেস্কে কাটান। এরপর সেখান থেকে মদিনাগামী একটি কাফেলার সাথে যোগ দেন। মদিনায় মোহাম্মদ (সা) এর রওজা মোবারক জিয়ারত করার পর তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। মক্কায় হজ্জ পালন সমাপ্ত করে তিনি তার জন্মভূমি তাঞ্জিয়ারে না ফিরে মধ্য এশিয়ায় যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন।
ইবনে বতুতার মক্কা ভ্রমণ নিয়ে ২০০৯ সালে একটি ডকুমেন্টারি মুভি নির্মিত হয়। ৪৫ মিনিটের এই ডকুমেন্টারি মুভিটি পরিচালনা করেন ব্রুস নীবাউর। এই মুভিতে ইবনে বতুতা ভূমিকায় অভিনয় করেন কেমস-এডাইন জিনউন।

ইরাক ও পারস্য

১৭ই নভেম্বর, ১৩২৬ সালে ইবনে বতুতা মক্কা থেকে ইরাকগামী একটি কাফেলার সাথে যোগ দেন। এরপর নাজাফে হযরত আলী (রাঃ) এর মাজার জিয়ারত করেন। মাজার জিয়ারত শেষে কাফেলাটি ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু ইবনে বতুতা কাফেলার সাথে যোগ না দিয়ে টাইগ্রিস নদী পার হয়ে বসরার দিকে রওনা দেন।
বসরা থেকে তিনি যাত্রা করেন পারস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর ইস্পাহানের দিকে। ইস্পাহান থেকে তিনি রওনা দেন শিরাজ শহরে। সে সময় শিরাজ শহরটি মোঙ্গলদের আক্রমণে বিপর্যস্ত ছিল। এরপর ১৩২৭ সালের জুনে তিনি বাগদাদে এসে পৌঁছান।
ইবনে বতুতার বর্ণনানুযায়ী, ১২৫৮ সালে চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খানের সৈন্যরা বাগদাদ আক্রমণে করে। কিন্তু তখনও আক্রমণের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল বাগদাদ শহরে।
তিনি বাগদাদের সম্রাট আবু সাঈদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি সম্রাটের রাজকীয় কাফেলার সাথে যোগ দিয়ে সিল্ক রোড হয়ে তাবরীজ শহরে যান।
জুলাই মাসে তিনি পুনরায় বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে মসুল, সিজরা, মারদিন শহরগুলো ভ্রমণ করেন। পথিমধ্যে একটি আশ্রমে তিনি কুর্দিদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। কুর্দিদের কাছ থেকে তিনি বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা উপহার পান। এখান থেকে আরেকটি কাফেলার সাথে যোগ দিয়ে মক্কায় এসে দ্বিতীয়বার হজ্জ করে পরবর্তী তিন বছর মক্কায় অবস্থান করেন।
সোমালিয়া ও সাওয়াহিলি তীর এডেন বন্দর থেকে তিনি জাহাজে করে সোমালিয়ার তীরবর্তী জায়লা শহরে এসে পৌঁছান। জায়লা থেকে ১৫ দিনের যাত্রা শেষে সোমালিয়ার মোগাদিসুতে এসে পৌঁছান।
তার বর্ণনা মতে, তৎকালীন মোগাদিসু ছিল ঐ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। তখন মোগাদিসু ভালো মানের একধরনের সুতি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই কাপড় মিশর, সিরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হত। মোগাদিসুর তৎকালীন সুলতান ছিলেন আবু বকর। সুলতান তাকে যথেষ্ট সম্মান করেন এবং আতিথিয়তার সাথে তিনি সেখানে চারদিন অবস্থান করেন।
এরপর মোগাদিসু ছেড়ে তিনি সাওয়াহি'লি এর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আরবিতে সাওয়াহি'লি শব্দের অর্থ 'উপকূলীয় এলাকা'। তৎকালীন সময়ে সাওয়াহি'লি 'বিলাদ-আল-জাঞ্জ' নামে পরিচিত ছিল।
সাওয়াহি'লি আসার অন্যতম কারণ ছিল কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়া ভ্রমণ করা। ইবনে বতুতা এই দুই শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। তার ভ্রমণকালে এখানকার সুলতান ছিলেন আবু মোজাফফর হাসান। সে সময় তিনি ওই অঞ্চলে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী রাজ্য চালাতেন।
সে সময় আফ্রিকান এ অঞ্চলটিতে খুব ভাল জাতের ঘোড়া পাওয়া যেত। এখান থেকে প্রসিদ্ধ ঘোড়া ভারতে রপ্তানি হত। মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তন হলে ১৩৩০ সালে ওমান, হরমুজ প্রণালী হয়ে পুনরায় তিনি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাত্রা করেন।

মধ্য এশিয়া

মক্কায় হজ্জ পালন শেষে আরো এক বছর অবস্থান করেন। এরপর সিদ্ধান্ত নেন ভারতবর্ষের সম্রাট মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অধীনে চাকরি করবেন। ১৩৩৬ সালে কাফেলার খোঁজে তৎকালীন আনাতোলিয়া বর্তমানে তুরস্কের দিকে যাত্রা করেন। সেখান থেকে ব্যবসায়ীরা সচরাচর ভারতের উদ্দেশ্যে ব্যবসা করতে যেত।
সেখানকার খানদের আমিরের সাথে দেখা করেন তিনি। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন আমির উজবেক খানের রাজধানী সারা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইবনে বতুতা আমিরের সাথে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে আমির তাকেও সঙ্গে নেন।
১৩ শতকে প্রতিষ্ঠিত খান সাম্রাজ্য পরে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটির নাম হয় ব্লু হোর্ড, অপরটি হোয়াইট হোর্ড। ব্লু হোর্ড এলাকা ছিল বর্তমান ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ থেকে ককেশাস, আরাল সাগর ও খিবা পর্যন্ত। ব্লু হোর্ড সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন সুলতান মুহাম্মদ উজবেক খান। যাত্রাপথে আস্ত্রখানে সুলতানের একটি মহল্লার (ভ্রাম্যমাণ গ্রাম) সাথে দেখা হয়ে যায় ইবনে বতুতার। সেই মহল্লাতেই সুলতান তুঘলক খানের সাথে ইবনে বতুতার আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ হয়। সেই সাথে তিনি সুলতানের স্ত্রীদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং বিপুল পরিমাণ উপহারসামগ্রী পান। সুলতানের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন কন্সট্যান্টিপোলের দোর্দন্ডপ্রতাপ সম্রাট আন্দ্রোনিকা তৃতীয় মেয়ে বায়লুন।
বায়লুন সেই সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সুলতানের কাছে তিনি অনুমতি চান যেন এই সময়টা বাবার বাড়িতে কন্সট্যান্টিপোল এ কাটাতে পারেন। সুলতান অনুমতি প্রদান করেন। বায়লুনের কাফেলার সাথে ইবনে বতুতাকেও যাওয়ার অনুরোধ করেন সুলতান। এরপর তিনি ১৩৩৪ সালের শেষের দিকে কন্সট্যান্টিপোল এ পৌঁছান। এটাই ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের বাইরে ইবনে বতুতার প্রথম সফর।
তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের বিভিন্ন জায়গার বর্ণনা দিয়েছেন। তার নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন সেন্ট হেলেনা গির্জায় কথা। এই গির্জাটি নির্মাণ করেছিলেন আসাফ, বেরেচিয়াহর ছেলে। তিনি ছিলেন হযরত সুলাইমান (আঃ) এর ভাতিজা। গ্রিকদের যত গির্জা আছে সেন্ট হেলেনা তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চারদিক দিয়ে দেয়ালে ঘেরা গির্জাটি একটি ছোট শহরের মতো মনে হয়।
কিছুদিন কনস্ট্যান্টিনোপল থাকার পর ইবনে বতুতা আস্ত্রখানে ফিরে এসে দেখেন সুলতান তুঘলক তার রাজধানীতে সারাতে চলে গেছেন। তার রাজধানীতে গিয়ে সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষ এবং চীনের উদ্দেশ্যে রওনা করেন।

ভারতবর্ষ

সারা থেকে দীর্ঘ তিন মাস যাত্রা করে খাওয়ারিজম হয়ে হিন্দুকুশ পার হয়ে গজনি পৌঁছান তিনি।
যাত্রাপথে তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ শহর সমরকন্দ এবং আফগানিস্তানের কিছু সময় কাটান। ১৩৩৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবে পৌঁছান ইবনে বতুতা। পাঞ্জাবে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই ইবনে বতুতার আগমনবার্তা মুলতানের গভর্নর এবং দিল্লির বাদশাহর কাছে পৌঁছানো হয়। তখন দিল্লির বাদশাহ ছিলেন মোহাম্মদ শাহ।
তখন বহিরাগত যে-ই হোক ভারতে ঢুকতে পারবে কি না সুলতানের তরফ থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। এছাড়া বহিরাগত ব্যক্তিকে কোন শ্রেণীর মর্যাদা দেয়া হবে তা সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেয়া হতো। ইবনে বতুতাকেও অপেক্ষা করতে হয় এবং তাকে সর্বশেষে আজিজ (সম্মানিত) পদবী দেয়া হলো।
পাঞ্জাবের হয়ে নলখাগড়ার জঙ্গল দিয়ে জননী শহরের মধ্য দিয়ে সাওয়াসিতান পৌঁছান। এখানে বিখ্যাত ডাক্তার আলা আল মুককের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তিনি পাঁচ দিন অবস্থান করেন। এরপর আবোহার হয়ে ভারতে এসে পৌঁছান। আবোহার ছিল সে সময় ভারতের মূল ভূখণ্ডের প্রথম শহর।
ভারতে এসে ইবনে বতুতা প্রায় সাত বছর অবস্থান করেন। এখানকার সুলতানদের উদারতা তাকে মুগ্ধ করে। সে সময় সুলতান তাকে দুটি গ্রাম দিয়ে দেন যেন সেখান থেকে রাজস্ব আদায় করে নিজে ব্যয় করতে পারেন। এছাড়া এসময় সুলতান তাকে মালিকি সম্প্রদায়ের কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন। কারণ পূর্ব থেকেই ইসলামী আইন শাস্ত্র সম্পর্কে এবং বিচারকার্য সম্পর্কে ইবনে বতুতার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এছাড়া তার পিতাও একজন কাজী ছিলেন।
এরপর সুলতানের নির্দেশে দুটি জাহাজ করে চীনের সম্রাটের জন্য উপঢৌকন, কর্মচারী ও ক্রীতদাস নিয়ে চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রওয়ানার উদ্দেশ্যে সমুদ্র তীরের দিকে যাওয়ার সময় ডাকাতদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। এই আক্রমণে তিনি কোনো রকম প্রাণে বেঁচে যান। প্রায় দশদিন পর সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিলিত হন এবং এরপর রওনা হন গুজরাটের দিকে।
সুলতানের মূল্যবান উপঢৌকোনগুলোর সুরক্ষার জন্য তিনি প্রায় পঞ্চাশজন হাবশি যোদ্ধা ভাড়া করেন এবং বেশ কিছুদিন যাত্রা করে অবশেষে কালিকোট বন্দরে এসে পৌঁছান, যেখান থেকে তার চীন যাত্রা করার কথা ছিল।
ইবনে বতুতা যখন কালিকোটের মসজিদসমূহ পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন ঠিক তখন এক আচমকা ঝড় এসে সুলতানের মূল্যবান উপঢৌকোনসহ তার একটি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এর ফলে ঐ জাহাজের সব নাবিক মারা যায়। সুলতানের প্রেরিত সমস্ত উপহার হারিয়ে ফেলে তার আর দিল্লি ফেরৎ যাওয়া হলো না । তাই তিনি তৎকালীন দক্ষিণ ভারতের শাসনকর্তা জামাল-উদ-দীনের অধীনে কিছুদিন থাকলেন। চীনের সম্রাটের কাছে পাঠানো উপহারসামগ্রী হারিয়ে ফেলার পর ভারত ছেড়ে যাওয়া ছাড়া ইবন বতুতার আর কোনো পথ খোলা ছিল না। কিন্তু তিনি চীন যাওয়ার ইচ্ছার প্রতি অনড় ছিলেন। তাই তিনি অবশেষে মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।
মালদ্বীপে তিনি প্রায় ৯ মাসের বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়। সে সময় মালদ্বীপ ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অধ্যুষিত এলাকা। তাকে মালদ্বীপের কাজী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ইবনে বতুতা তার নিবন্ধে বর্ণনা করেন, এখানকার মানুষরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে। মেয়েরা শরীরের নিম্নাংশ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলেও উপরের অংশ অনাবৃত রাখত। তিনি কাজী থাকা অবস্থায় অনেক ইসলামিক নিয়ম চালু করতে পারলেও কোনোভাবেই মেয়েদের পোশাক পরিবর্তন করতে পারেননি।
এসমস্ত ছোটখাট বিষয় নিয়ে মালদ্বীপের উজিরের সাথে ইবনে বতুতার মনোমালিন্য দেখা দেয়। এজন্য তিনি শ্রীলংকা হয়ে চীন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশেষে একটি জাহাজে করে শ্রীলংকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

বাংলা ভ্রমণ

ইবনে বতুতা তার বিখ্যাত গ্রন্থে তৎকালীন বাংলা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তার বর্ণনা থেকেই বের হয়ে আসে তৎকালীন আবহমান বাংলার প্রকৃতি, সমাজব্যবস্থা, মানুষের জীবনাচরণ এবং রাজনৈতিক কাঠামো।
ইবনে বতুতা ৯ই জুলাই, ১৩৪৬ সালে বাংলায় এসে পৌঁছান। তিনি প্রথমে বাংলার যে অংশে প্রবেশ করেন তার গ্রন্থে তিনি সেই জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন 'সাঁদকাও' (চাটগাঁও) সেখান থেকে তিনি কামরূপের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলেন।
তার গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন, একটানা ৪৩ দিন সাগরে ভেসে আমরা বাংলাদেশে এসে পৌঁছালাম। সবুজে শ্যামলে ঘেরা বিশাল এক দেশ। এখানে প্রচুর চাল পাওয়া যায়। অন্য সব জিনিস এত সস্তায় পাওয়া যায় যা অন্য কোথাও আমি দেখিনি। তবে দেশটির কিছু হতাশাব্যঞ্জক দিক রয়েছে খোরাসানের (আফগানিস্থান) লোকেরা দেশটিকে বলে 'প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা জাহান্নাম'।
ইবনে বতুতার বর্ণনায় পাওয়া যায় তৎকালীন বাংলাদেশ ১ দিরহাম দিয়ে আটটি মুরগি পাওয়া যেত। এছাড়া এক দিরহাম দিয়ে ১৪টি কবুতর পাওয়া যেত। দুই দিরহামের পাওয়া যেত একটি ভেড়া। দাস-দাসী কিনতে পাওয়া যেত এক স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও কম মূল্যে।
তৎকালে এখানকার শাসক ছিলেন সুলতান ফখর-উদ্দিন। ইবনে বতুতার বাংলাদেশে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করা।
শাহজালাল (রহ.) এর পাহাড় থেকে অনেক দূরেই দুজন অনুচরের সাথে দেখা হয় ইবনে বতুতার। তাদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, শাহজালাল (রহ.) আদেশ দিয়েছেন পশ্চিম থেকে একজন পর্যটক তার সাথে সাক্ষাত করতে আসছেন। তারা যেন তাকে স্বাগত জানিয়ে তার দরবারে নিয়ে আসেন।
অথচ ইবনে বতুতার সাথে শাহজালালের (রহ.) ইতিপূর্বে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি এবং তার আগমনের কোনো খবরও তিনি শাহজালাল (রহ.)-কে দেননি।
এখান থেকে ইবনে বতুতা শাহজালাল (রহ.) এর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ব্যাপারে অবগত হন।
শাহজালাল (রহ.) ইবনে বতুতাকে একটি ভেড়ার পশমের পোশাক উপহার দেন। ইবনে বতুতা তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন,
শাহজালাল (রহ.) একটি পাহাড়ে বসবাস করতেন। দুধ এবং মাখনের জন্য সেখানে ছাগল পুষতেন। তার সহযোগীরা ছিল সবাই সুঠাম দেহের অধিকারী। তারা কেউই এদেশীয় ছিল না।
এরপর সেখান থেকে সোনারগাঁও আসেন তিনি। সেখানে কিছুদিন থেকে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তার বর্ণনা মতে, সাঁদকাও আসা থেকে ইন্দোনেশিয়ার জাভা উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া পর্যন্ত প্রায় দুই মাস বাংলায় অবস্থান করেন (১৩৪৬ সালের জুলাই ও আগস্ট)

চীন ভ্রমণ

৪০ দিনের যাত্রা শেষে চট্টগ্রাম থেকে জাভা দ্বীপে এসে পৌঁছান তিনি। সেখানকার সুলতান ছিলেন আল-মালিক আল জহির। সুলতান তাকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন।
চীনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ছোট জাহাজসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেন।
ইবনে বতুতার বর্ণনায় চীনের স্থাপত্য, নকশাশিল্প ও শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি চিত্রকলার প্রশংসা করলেও চীনের খাদ্যভ্যাসকে উপভোগ্য মনে করেননি। চীনের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করলেও চীন তাকে কোনোভাবেই বিমোহিত করতে পারেনি। তা-ই স্পষ্ট বোঝা যায় তার বর্ণনা থেকে,
কেন যেন চীন নামক দেশটি আমাকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলো। দুঃখ হলো এই ভেবে যে, এত বিশাল একটি দেশ বিধর্মীদের কব্জায় পড়ে আছে। যখনই আমি বাইরে যেতাম তখনই খেয়াল করতাম কোনো দিকে কোনো বিদ্রোহের আভাস পাওয়া যায় কি না। তারপর হতাশা নিয়ে ফিরে আসতাম। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে বাইরে বের হতাম না।
ইবনে বতুতা চীনে পরিচিত ছিল শামস-উদ-দিন নামে। ধারণা করা হয় শামস-উদ-দিন থেকেই চীনা ভাষায় 'শিং-শু-ডিং' পরিবারের উৎপত্তি হয়েছে। অবশেষে ১৩৪৬ সালে তিনি তার নিজের দেশ মরোক্কোতে ফেরার জন্য সম্রাটের কাছ থেকে একটি জাহাজ চেয়ে নেন। জাহাজে করে তিনি কুয়ানজু থেকে পশ্চিমের দিকে রওনা দেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

দু'মাস জাহাজে কাটিয়ে কুয়ানজু থেকে সুমাত্রায় এসে পৌঁছান। সেখানে দুই মাস কাটিয়ে ১৩৪৭ সালের এপ্রিলে ভারতে এসে পৌঁছান। এরপর ভারত থেকে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে করে মাসকট, হরমুজ প্রণালী, ইস্পাহান হয়ে ১৩৪৮ সালে বাগদাদে এসে পৌঁছান।
১৩৪৮ সালের শুরুতেই তিনি দামেস্কে এসে পৌঁছান। সেখানে তার সাথে দেখা হয় তাঞ্জিয়ার এক বিখ্যাত শেখের সঙ্গে। তার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন ১৫ বছর পূর্বেই তার বাবা মারা গেছেন। কিন্তু মা এখনও বেঁচে আছেন।
১৩৪৮ সালের শেষ পর্যন্ত তিনি দামেস্কে ছিলেন। তখন ঐ সমস্ত অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল কালাজ্বর। তার বর্ণনা মতে, প্রতিদিন মৃতের সংখ্যা ২১,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।
এরপর কায়রো থেকে মিশরের সাঈদ বন্দর হয়ে ১৩৪৮ সালের ১৬ নভেম্বর তিনি মক্কায় এসে পৌঁছান। মক্কায় হজ্জ সমাপ্ত করে ঐ বছরই ফেজ হয়ে নিজের দেশ জাঞ্জিয়ারে পৌঁছান। জাঞ্জিয়ারে পৌঁছানোর পর তিনি জানতে পারেন তার মা ইন্তেকাল করেছেন। জীবনের পরবর্তী অংশগুলোতেও তিনি তার ভ্রমণ থামিয়ে রাখেননি। আল-আন্দালুজ, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, সাহারা মরুভূমি, মালিসহ সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেন।

মৃত্যু ও শেষ জীবন

রিহলার বর্ণনা শেষ হওয়ার পর ইবনে বতুতার সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। উল্লেখ্য, তার বর্ণনা শেষ হয় ১৩৫৫ সালে। এরপর তিনি মরক্কোতে একজন কাজী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৩৬৮ সালে মরক্কোর মারকেশে ইন্তেকাল করেন এই বিখ্যাত পরিব্রাজক।

ফিলিস্তিনবাসীদের নতুন আশা ও ভরসা

ডা. শামসুল হক

সুখ নেই ফিলিস্তিনের মানুষজনের মনে। কারণ দিন যত এগিয়ে চলেছে নতুন নতুন সমস্যার পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিতও হচ্ছেন তাঁরা। তাই ছেলে বুড়ো কারও চোখে ঘুম নেই। ঘুমটা আসবেই বা কিভাবে, প্রিয়জন হারানোর শোক, বাস্তহারা হয়ে যেখানে সেখানে দিনযাপন, অনাহার অথবা অর্ধাহার এবং সেইসঙ্গে বুকভরা যন্ত্রণা। সবকিছু মিলে এখন চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতিরই মুখোমুখি তাঁরা। সকলেরই মনে আশা ছিল রমজান মাসের পবিত্র ক্ষণে হয়তো যুদ্ধ থামবে। এবার হয়তো একটু সুখের মুখও দেখবেন তাঁরা। কিন্তু সব ভাবনাই বৃথা। যুদ্ধ থামবার কোন সম্ভাবনাই নেই। হামাসের এই নতুন যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরাইল। সেখানকার প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সেই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করেননি।

অতএব এই মুহূর্তে একরাশ হতাশ এসে ভীড় জমাতে শুরু করেছে ফিলিস্তিনের ছেলে বুড়ো সকলেরই মনে। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে হতাহতের সংখ্যা। বাড়ছে আহতদের সংখ্যাও। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করেছে খাদ্য সঙ্কটও। নেই অসুস্থ মানুষজন কিংবা আহতদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও। অভাব চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত জায়গা এবং অতি অবশ্যই ব্যবহৃত সাজ সরঞ্জামেরও। আর ওষুধ কিংবা পথ্য ? সেটাই বা জোগাবে কে ? অতএব সবকিছু মিলেমিশে ফিলিস্তিনিদের সঙ্কট বেড়ে চলছিল ক্রমাগতভাবেই। অবশেষে প্রাণ কেঁদেছে স্পেন প্রশাসকদের। সব ধরণের হুমকিকে অগ্রাহ্য করেই সেই দেশের সরকার ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে ফিলিস্তিনে। সম্প্রতি সমুদ্রপথে পণ্যবাহী জাহাজের সাহায্যে গাজার উপকূলে এসে পৌঁছেছে সেইসব ত্রাণ সামগ্রী।

সেখানকার দাতব্য সংস্থার ওপেন আর্মস জাহাজটি প্রায় দুইশত টন খাদ্য সামগ্রী বহন করে এনেছে সেখানকার অনশনক্লিষ্ট মানুষেরই জন্য।

সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে অতি আবশ্যিক অনেক কিছুই। চাল, ডাল, ময়দা, আটা, বাচ্চাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুঁড়ো দুধ, নানান ধরণের ফলমূল শাকসবজি ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয় আরও অনেক দ্রব্য সামগ্রীও। বলাই বাহুল্য, স্পেনের সেইসব মহামূল্য সামগ্রী একেবারে ঠিকঠাকভাবেই পৌঁছে গেছে একেবারে সঠিক স্থানেই। পথিমধ্যে কোথাও কোন বাধার মুখোমুখিও হতে হয়নি, যেটা এতদিন পর্যন্ত একটা দুঃসাধ্য ব্যাপারই হয়ে উঠেছিল সমগ্র ফিলিস্তিনের কাছে। কারণ এতদিন সেইসব ত্রাণ সামগ্রী সহ আরও অনেক জিনিষপত্র আনার চেষ্টা করেও ইসরাইল সেনাবাহিনীর বাধায় সৃষ্টি হয়েছিল হরেক ধরণের বাধারও। সকলে তাই ধরে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ইসরাইল ইচ্ছে করেই ঘটিয়ে চলেছিল সেইসব ঘটনা। আর সেটাই তখন তাদের কাছে যেন হয়ে উঠেছিল একটা প্রধান অস্ত্রও। কিন্তু সম্প্রতি স্পেনের এই সিদ্ধান্ত চোখ খুলে দিয়েছে অনেকেরই। আর একটু হলেও মুখে হাসি ফুটেছে ফিলিস্তিনের সব শ্রেণীর মানুষজনের মুখেও। বিশেষতঃ পবিত্র রমজান মাসের এই দিনগুলোর জন্য তো নিশ্চয়ই। ফিলিস্তিনের এই চরম দুর্দশার চিত্র কিন্তু চোখ এড়ায়নি জাতি সংঘেরও। তাঁদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে যে, এই মুহূর্তে সেখানে এখন মারাত্মক সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন সাত লক্ষের কাছাকাছি মানুষ। আছে ভয়াবহ খাদ্য সমস্যা। নেই সুচিকিৎসার কোন আয়োজনই। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সহ ঔষধপত্রের অভাবও আছে সেখানে। গাজার উত্তরাঞ্চলের অবস্থা আবার আরও ভয়াবহ। সেখানকার অধিকাংশ মানুষই এখন অপুষ্টির শিকার। বৃদ্ধ এবং দুঃস্থদের অবস্থা যে ঠিক কতখানি করুণ সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন। আর ছোটছোট ছেলেমেয়েরা এবং মহিলাদের দিন কাটাতে শুধুমাত্র ভাগ্যের উপর ভরসা রেখেই। ইসরাইলি সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি গাজার কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা বাস্তুচ্যুতদের ছোটবড় কোন আশ্রয়স্থলও। দক্ষিণ গাজার একটা কিণ্ডারগার্ডেণ স্কুলে কিছুদিন আগে ঘটেছিল তেমনই একটা ঘটনাও। সেখানে সেই স্কুলে তখন বন্ধ ছিল পঠন পাঠনের কাজ। সেই প্রতিষ্টানটি তখন সাময়িকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বাস্তুচ্যুতদের অস্থায়ী একটা ঠিকানা হিসেবেই। বলা যেতে পারে, সেই স্কুল তখন ছিল ইসরাইলি সেনাদের চোখেরই আড়ালে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎই তাদের নজরে পড়ে সেই স্থান এবং একদিন গভীর রাতে সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালায় ইসরাইলের সেনাবাহিনী। সেদিন সেইসময় সেখানে গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন ছিল সকলে। সহসা ঘুম ভেঙে যায় সকলেরই। আর সেই মুহূর্তে কারও কিছু করারও ছিল না। তাই রাতের অন্ধকারে অনেকেই পালিয়ে বাঁচে। ধরা পড়েও যায় অনেকে। কেউ মারা পড়ে, আবার কেউ গুরুতরভাবে আহত হয়। আর ছোটছোট ছেলেমেয়েদের যে তখন কি অবস্থা হয় সেটাও সহজেই অনুমেয়। অতএব ইসরাইলি সেনাদের হাতে নিগৃহীত হওয়া ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষজনদের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা দেওয়া সত্যিই সম্ভব নয়। আবার অশান্তির সেই ধারাও যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল দিনের পর দিন, অনুমান করা যাচ্ছিল সেটাও। সুতরাং এই মুহূর্তে নতুন একটা দেশের ত্রাণ সামগ্রী যে সেখানকার সব শ্রেণীর মানুষের মনের মধ্যে একটু হলেও আশার আলো জোগাবে বৈ কি ।

হাতির নাতির অন্নপ্রাশন

গোপা সোম

ঢোলক বাজায় সোনা ব্যাঙ,
হাতে ছড়ি নিয়ে,
কোলা ব্যাঙ বেহালা বাজায়,
আঙুল খানি দিয়ে।
হারমোনিয়াম বাজায় বেড়াল,
পা দিয়ে হয় বেলো,
ইঁদুর বাজায়, ধামসা মাদল,
অনুষ্ঠান নয় খেলো।
হাতির নাতির অন্নপ্রাশন,
নিমন্ত্রিত কত,
বানর, গাধা, গরু, মহিষ,
হাজির শত শত।

খাঁটি ঘিয়ে হচ্ছে লুচি,
পাতা কেটে যত,
বুনো গাছের ডাল ও পাতায়,
চচ্চড়ি মনের মত।
ঘন দুধে হচ্ছে পায়েস,
ফুটছে উনার পরে,
চিনি দিতে লঙ্কা গুঁড়ো,
দেয় কে ভুল করে।

হাতির নাতি, বসে আছে,
লাল চেলিতে সেজে,
চুমু দিয়ে, ভরিয়ে দেয়,
দেয় কেউ সুর ভেঁজে।
নিমন্ত্রিতরা বসে সব,
সারি সারি করে,
বানর ছানা প্রথমেই,
পায়েস মুখে ভরে।
যেই দেয়া, পায়েস মুখে,
হোলো কী যে হাল,
তিড়িং বিড়িং লাফায় ছানা,
খুব লেগেছে ঝাল।
যে যেদিকে লাগালো ছুট,
একে অন্যে দেয় গাল,
হাতির নাতির অন্নপ্রাশন,
সবই হলো বান্ চাল।।

ছড়া-ছড়ি

নির্লজ্জ সমাজ

ডা. সানাউল্লাহ আহমেদ

সায়িত এ স্বপ্ন কেবল তোমারি
ধরত্রীর মায়া জালে অবরুদ্ধ হয়ে
পৃথিবীর গরীমায় আমি ঝলসে গেছি।
তবুও বিশ্বাস হারায়নি , দীর্ঘশ্বাস বুকহাতে
চেপেছি কতশত ক্লেস , অভিমান, আত্মভিমান
তবুই হারিয়ে যাইনি এই অমানুষের ভিড়ে।
আজও শীর নত হয়নি অবিশ্বাস্য বিমূর্তদের কাছে।
দাঁতে উপর দাঁত দিয়ে কেবলই চেপেছি মেজাজ
তবুও হারিয়ে যাইনি এই অমানুষের ভিড়ে
সবার উর্ধ্বে আঙুল তুলেছি এই অবিশ্বাস্য সমাজে
কেই-বা মেনে নেবে ,এই শয়তানিদের বলে।
তবুও দাঁড়িয়ে আছি এই অবিশ্বাস্য মানুষের মধ্যে
পিছুপা হয়নি এখন সতেজ মস্তিষ্কের অচঞ্চলতা
তবুও বিশ্বাস হারিয়ে যাইনি এই অশ্লীলতা অগোচরে
ভরসায় স্নিগ্ধ ছায়ার মায়াবিতে আজও অক্লান্ত
ভরসাহীন ধরত্রীর মায়াবিবরে বেড়াজালে অবরুদ্ধ
এর মাঝে কি চলতে পারি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে।
তবুও হারিয়ে যাইনি নির্লজ্জ সমাজের কাছে
লড়াইয়ে আছি এই শ্বাসরুদ্ধকর সমাজের কাছে।
একদিন প্রলয় এই দিবস ধুলসিত হবে নিশ্চিত
হক অধিকৃত হবে তুল্য দাড়িপাল্লায়□একনিমিন্তে।

অপেক্ষা

মহসীন মল্লিক

বুকের ভিতর উদাস দুপুর ডাকছে কোকিল সঙ্গীহীন
উথাল-পাথাল মন কেমনের বিষাদ সুরে বাজছে বীণ।
পায় কি শুনতে সঙ্গীহারা সুখ পিয়াসী স্বজন তার
সময় যাচ্ছে আশায় আশায় কাটবে কখন অন্ধকার ?

অহর্নিশি বিষাদ আঁশু ঝরছে শুধুই ঝরেই যায়
জ্বলছে সূর্য ক্লান্ত দেহে দিনের আলো নিভছে প্রায়।
একটু দূরেই গাছের ডালে কুহু কুহু ডাকছে ওই
জীবনসঙ্গী ঠিক বুঝেছে অপেক্ষাতেই আছে সই।

অসহায় নারী

লিজা খাতুন

নারী কেন অসহায় ?
বলতে পারো কেউ।
নারী হয়েও বোঝো না কেন?
তার করুন কান্নার ঢেউ।
পড়তে বসেও শুনছি কেন?
অবহেলার কথা।
নারী হয়ে জন্মেছিস তুই,
করিস না কোনো আশা।
খেলতে যেতে দেয় না কেন?
গেলেই শুরু খোঁজা।
শিকল বেঁধে আটকে রাখে,
পাগলের ন্যায় সোজা।
নারী কেন মাথার বোঝা?
অবলা এক প্রাণী।
বাল্য বিয়ে দিয়ে সবার,
দূর হয়ে যায় গ্লানি।
বন্ধ ঘরে বন্দি কেন?
স্বপ্নের তরী।
অশ্রু জলে ভাসিয়ে দিলো,
অসহায়□নারী।

বরফবারি

মদনমোহন সামন্ত

পাহাড়বঙ্গে বরফবারি
বন্ধ হওয়ার সময়।
বাকি বাংলা সকাল ন'টায়
আলোয় আলোময়!
গুরুবারে রোদের তাতে
সেঁকতে পারো পিঠ –
লক্ষ্মীবারে দুর্যোগেরা
ইতিহাস-অতীত!
দুর্যোগেরা বিদায় নিলেও
জলবাষ্প নয়,
পাকমারা ওই বাতাসটা যে
ঘুরছে বাংলাময়।
পোষ্যরা সব সন্দেহাতুর,
সতর্কতার চাল –
চকচকেতেই নয়কো সোনা,
তৈরি থাকুক ঢাল!

কেউ ডাকছে

তাপস কুমার বর

একদিন প্রকাশ পিচ্ছিল ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ফুটপাতের গলিটা ঘুরতে, রাস্তার কিছুটা দূরে। অনেকগুলো লোক জড় হয়ে কিছু একটা বলাবলি করছে। সেখানে প্রকাশ পৌঁছে দেখলো একটা লোক মরে পড়ে আছে। প্রকাশ, ঘটনাটি জিজ্ঞাসা করতেই একটি লোক বললো,....

"লোকটি কোথা থেকে এসেছে কেউ জানেনা। তবে লোকটির কোনো থাকার জায়গা ছিল না। তাই রাস্তায় ফেলে দেওয়া খাবার না হলে ভিক্ষা করে যা পেতো তাই খেতো। খাবার না পেয়ে লোকটি মারা গেছে"।

-প্রকাশ সেখান থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল ট্রেনে করে। যে প্রকাশ কখনো মানবিকতার অর্থটাই জানতো না। আজ সেই প্রকাশ "বিবেকের যন্ত্রণায় কাঁদছে কেন?" অফিস সেরে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরলো ঠিক পৌঁনে ছয়টায়। এখনো সে বিয়ে করেনি। কিন্তু বাড়িতে মা ও বাবা এই তিনজনের তাদের ছোট্ট সংসার। বাবা ছিলেন স্কুল টিচার আর মা ছিলের ডাক্তার। জীবনের ছোঁয়ায় অভাব হয়তো প্রকাশের কখনো ছিল না। কিন্তু মা ও বাবার ভালোবাসার অভাব সে চিরকাল অপেক্ষা করতে করতে-"ক্লান্ত হলুদ পাখির মতো,পথভ্রষ্ট হয়ে বিবেকের দরজায় সে ছিল নিষ্ঠুর একটা কঠিন পাথর"।

-আজ সেই প্রকাশ মানবিকতার কষ্টে নিজে নিজেই কাঁদছে,....

"হায়রে জগৎ তোর প্রলাপে এতো দুঃখ কেন জমে? অনাহার আজ খাদ্য না পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে ফুটপাতে "।

-একদিন প্রকাশের মা বললো, "খোকা আমাকে ও তোর বাবাকে নিয়ে কত অভিযোগ জমে আছে? যে ছেলে ছোটোবেলায় মা-বাবার ভালোবাসা পাওয়ার কথা। সে একটা বদ্ধ চারদেওয়াল ঘরে হাত চাপড়ে চাপড়ে মা-মা,বাবা-বাবা করে কাঁদতো অবদ্ধ ঘরে।"

-প্রকাশ সেদিন কিছু বলতে পারেনি কারণ সে স্মৃতিচারণা করতে চায় না। "কখন ওই মানবিকতার পোকাগুলো তার বিবেকের ঘরে ঢুকে গিয়ে হাতুড়ির মতো আঘাত করবে"। সেদিন বিবেক মনের কাছে হেরে গেছে কারণ সে তার মা ও বাবাকে আদর্শ বলে মনে করে। তার মনে হাজার অভিযোগের স্পর্শ থাকতে পারে কিন্তু এখন সে তার মা ও বাবার মুখের দিকে তাকালে "নিজের বিবেকের কাছে হেরে গিয়ে ছুটে যায় মা ও বাবার ভালোবাসা পেতে।"

-বিবেক একদিন তার বাবাকে বললো "বাবা এই সমাজে কত অভুক্ত মানুষ দিনে একমুঠো ভাত পায় না। তাদের জন্য কি আমরা কিছু করতে পারি? " আজ প্রকাশের বাবা ছেলের ওই নিষ্ঠুর বিবেকে যে "মানবিকতার" স্পর্শ উদয় হতে দেখে বললো, শুনছো প্রকাশের মা তোমার ছেলে কি বলছে শোনো? এক দৌঁড়ে প্রকাশের মা ছুটে এসে বললো, কি হয়েছে? তোমার ছেলে ওই গরীব অভুক্ত মানুষ গুলোর জন্য কিছু অন্যের ব্যবস্থা করতে চায়। প্রকাশের মা ছেলের এই উদ্যোগকে সম্মতি জানিয়ে প্রশংসা করেছে। পরদিন প্রকাশ গ্রামের কিছু গুণী মানুষ এবং গ্রামের প্রধান রমাকান্তবাবুকে নিয়ে তার এই উদ্যোগের কথা প্রকাশ করলো এবং সকলে তার এই কথাশুনে ভীষণ খুশি হয়ে বললো "যদি আমাদের কোন সহযোগিতা লাগে তাহলে অবশ্যই জানিও আমরা সবরকম দিক দিয়ে তোমাকে সহযোগিতা করবো"। ৩রা মার্চ ২০০১ সালে প্রকাশ করা হয় "সেবাসদন"।যা গরীব, অভুক্ত মানুষদের জন্য প্রতিদিন মাত্র এক টাকার বিনিময়ে দু'বেলা পেটপুরে খাবার ব্যবস্থা করলো। একবছরের মধ্যে প্রকাশ তার সেবাসদনটি এমন জায়গায় নিয়ে গেছে সকলে তাকে একবাক্যে চেনে। কিন্তু সমাজের কিছু স্বার্থসিদ্ধ মানুষ প্রকাশের এই ব্যপারটিকে ভালো দৃষ্টিতে দেখতে পারলো না। তারা তার এই সেবাসদনটি কিভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া যায়। এইটা নিয়ে তারা নানান ভাবে ফাঁদ পাততে থাকে। প্রকাশ খুবই বুদ্ধিমান ছেলে। সে বুধতে পারে, তার এই সেবাসদন নিয়ে কিছু মানুষের অসাধু ব্যবসা আঘাত পাচ্ছে। তাদের গ্রামের প্রধান রমাকান্ত ভট্টাচার্য। প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনেক অসাধু ব্যবসা করে চলেছে। কিন্তু এই ব্যবসা একসময় রমরমিয়ে চলেছে। এখন প্রকাশের সেবাসদনের জন্য এই সব ব্যবসা ক্ষতি হচ্ছে। প্রকাশ বলে,.....

"তোমরা গরীব বলে এক শ্রেণী তোমাদের চিরকাল ঠকিয়ে গেছে। এখন পরিস্থিতি বদলেছে, আমার সেবাসদনে তোমাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য শিক্ষাদান প্রদান করবো।" এতেই রমাকান্ত ভট্টাচার্য ভীষণ ক্ষিপ্ত। যে প্রকাশের কাজে একদিন উৎসাহ দিয়েছিল। আজ তার অসাধু ব্যবসাগুলো বন্ধ হতে চলেছে। তার এখন একটাই শত্রু সে হলো প্রকাশ।

রমাকান্তের মেয়ে রূপসী। একসময় প্রকাশের ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল। প্রকাশ ও রূপসীর প্রেম যখন পূর্ণতা পেতে যাচ্ছিল। তখনই রমাকান্তবাবু তার একমাত্র মেয়েকে লন্ডনে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। সেই রূপসী বহুদিন বাদে প্রায় তিনবছর পর গ্রামে ফিরছে। রমাকান্তবাবু মেয়েকে নিয়ে গর্বিত। মেয়ে লন্ডন থেকে বড়ো ডাক্তার হয়ে ফিরছেন। তিনি মনে মনে ভেবে রেখেছেন গ্রামে একটা বড়ো হাসপাতাল করা। এই মূর্খ গরীব মানুষগুলোকে ঠকিয়ে ভালো মুনাফা অর্জন করবেন। এদিকে রমাকান্তবাবু প্রসাশনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রকাশের "সেবাসদনটি" উঠিয়ে দিতে চায়।সেখানে তিনি হাসপাতাল বানাবেন।এই নিয়ে একদিন রমাকান্তবাবুর সঙ্গে প্রকাশের চরম দ্বন্দ্ব শুরু হয়। প্রকাশ বলে,....

"আপনি ক্ষমতা ও চোখ রাঙানি এই প্রকাশকে দেখাবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রকাশের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই সেবাসদনের কিছু করতে পারবেন না"।

এদিকে রমাকান্তবাবু বলেন,....

"এই সেবাসদন আমি ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেবো। এই ধূলিসাৎ ইটপাথরের বুকচিরে উঠবে আমার স্বপ্নের হাসপাতাল"।

-এই নিয়ে যখন তর্ক চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন হঠাৎ একটি গাড়ি থেকে একটি সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে। ওখানে গিয়ে বললো,..." কি হচ্ছে এখানে? আজকের দিনেও এই তর্কাতকি বাবা। চলো এখুনি বাড়ি, ওখানে গিয়ে শুনবো কি হয়েছে? হঠাৎ প্রকাশ রূপসীর দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণ। রূপসী প্রকাশকে দেখে কিছু বললো না। বাবাকে নিয়ে রূপসী ওখান থেকে চলে গেলো। প্রকাশ এখনো রূপসীর স্মৃতিচারণ ভুলতে পারেনি। দু'জন দু'জনকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিল। প্রকাশ ভাবে আজ রূপসীর কত নাম ডাক। তাকে সকলে একনামে চেনে। আজ এই ভীড়ের মাঝে তাকে চিনতে পারছেনা,....

"একদিন তার জীবনে স্বপ্নের বনলতা সেন এসেছিল। কুহু কুহু কণ্ঠে একটা মৃদুমন্দ বাতাস নিয়ে।"

-বাড়িতে গিয়ে রূপসী বাবার কাছে সবকিছু শুনে এবং তার বাবার পাতা ফাঁদ না বুঝতে পেরে রমাকান্তবাবুর প্রস্তাবকে রূপসী স্বীকার করে নেয়। পরদিন রূপসী গ্রামের সকল মানুষের কাছে গিয়ে বলেন,.....

"আমার গরীব মা-ভাই বোনেরা, আমি যে এতো বড়ো ডাক্তার হয়ে এসেছি। আপনাদের সেবা করার জন্য। তাই এই সেবাসদনটি ভেঙে এখানে একটি বড়ো হাসপাতাল হবে। এতে আপনাদের সকলের চিকিৎসা বিনা খরচে করার ব্যবস্থা থাকবে।" গরীব গ্রামবাসীরা সকলে রূপসীর কথা মেনে নেয়। এদিকে প্রকাশের স্বপ্নের গড়া সেবাসদন ভেঙে গড়িয়ে দেওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা রমাকান্তবাবুর পক্ষ নিয়ে সার্পোট করতে থাকে। প্রকাশ বলে,....

"বিবেক তুমি হারিয়ে দিয়েছো আমায়। যে নুন একদিন অভুক্তকে করেছে বলবাণ। আজ তারাই হয়েছে আমার বিরুদ্ধচার।"

-রূপসী সেদিন প্রকাশকে দেখেছিল দু'চোখ ভরে। তার ব্যকলতার মধ্যে বার বার প্রকাশ পেয়েছে সত্যবাদ।গর্জে উঠেছে একটাই প্রতিবাদ,....

"আমার এই সেবাসদন রক্ত দিয়ে গড়েছি আমি। একে ভাঙতে দেবো না। বিস্তার করতে চাই। কোটি কোটি যন্ত্রণার কান্নার মাঝে এখনো ভাসে আমার এই অন্যের সেবাসদন।"

-সেদিন রূপসী ও চুপ হয়ে গিয়েছিল। "রূপসীর চোখে আজও কি সেই প্রকাশ রয়েছে? যে প্রকাশের মধ্যে কত নিষ্ঠুরতা হারিয়ে জমে উঠেছে মানবিকতার আগ্নেয় লাভা। যে লাভাতে লুকিয়ে আছে প্রভুত অভুক্ত কান্নার নিবারণ।"

-রূপসী প্রকাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো এর সত্যতা। প্রকাশ জনসম্মুখে সত্যতা তুলে ধরলো। রূপসী সবকথা শুনে বাবার কু-কীর্তিতে একদমই স্বীকার করতে পারলো না। রূপসী বললো, "বাবা এরাই তোমার ক্ষমতা। একদিন এদের একটা হাতের টিপছাপে তুমি হয়েছো প্রধান। আজ তাদের গলাটিপে নিজে তৈরি করছো রাজমহল"। সেদিন রূপসী গর্জে উঠেছিল বাবার কু-কীর্তি জেনে। রমাকান্তবাবু মেয়ে কাছে এবং সকল গ্রামবাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন। এর পর থেকে তিনি কখনো এই গ্রামের অমঙ্গল চাইবেন না। রূপসী প্রকাশের সামাজিক কাজের তথ্য জেনে সে বলে,....

"এই রকম সেবাসদনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় যেন প্রতি ঘরে ঘরে।"

-প্রকাশ রূপসীর চোখের দৃষ্টিতে এখনো ভুলতে পারেনি সেই আবেগগুলোকে। এখনো সেই অপেক্ষা তাদের কর্মস্থলে টেনে এনেছে একতার ঐক্যবন্ধনে,....

"বসন্ত এসে গেছে কোকিলের ডাকে। ভোরের কুয়াশার মিষ্টি সুরে ওই দূরে কে যেন এখনো ডাকছে?"

অবশেষে বসন্ত এলো

আব্দুর রহমান

চা দিয়ে ভিজিয়ে একটা রুটি খেতে খুব ইচ্ছে করছে ভোলার। এক সাথে ১০ কাপ চা বানাচ্ছে আছমত। ১০ জন অর্ডার করেছে। বসার কোন জায়গা নেই। এখানে এভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায়। আর খাওয়ার পর সকলে বিল পরিশোধ করে চলে যায়। ভোলাও সেখানে দাঁড়িয়ে। ওর অবশ্য অর্ডার নেই। কিন্তু, ক্ষুধার্ত চোখ দুটি লেগে আছে পলিব্যাগে ঝুলে থাকা রুটির দিকে। সাথে কানে বাজছে চামুচের টুং টাং ফোক গানের সুর। শেষমেষ এক স্যুট পড়া ভদ্রলোকের আচমকা ধমক খেয়ে, সেখান থেকে সরে আসলো ভোলা!

এভাবেই রোজ ফিরে আসে। সেখানে যেতে চায় না। একশ একবার পণ করে, আর পাগলা কুত্তা কামড়ালেও সেখানে যাবে না বলে। তারপরও ঐ বোবা পেটটা বারবার ওখানে নিয়ে যায়। কখনও মা-বাপকে গাল খাওয়ায়, আর নিজেতো গাল মন্দের সাথে মাঝেমাঝে চর থাপ্পরও খায়! তবে এই সমাজ হয়তো এটা বুঝে না, গালটা ভোলার হলেও লজ্জাটা কিন্তু সমাজের। এটাও বুঝে না যে, মানবতার স্খলনের রেটিং পয়েন্টও দিন দিন বাড়ছে। যেমন বাড়ছে উঁচু উঁচু ইমারত, চার চাকার গাড়ী আর ব্যাংক ভর্তি টাকা।

যাহোক মনটা খারাপ করে ফুটপাত ঘেষে বস্তির দিকে এগোতে থাকলো ভোলা। মাঘের শীতে থর থর কাঁপছে আর হাঁটছে। গায়ে শীতের পোশাক না থাকলেও, একটা ছেঁড়া জামা আছে। ছেঁড়া জামাটা দেখে মনে পড়ে জয়নুল আবেদীনের আঁকা দুর্ভিক্ষের ছবির কথা। আবার একাত্তরের একটা পরিসংখ্যান মনে ভাসে। কারণ একাত্তরে সকলে কাধেকাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করলেও, বর্তমানে কাঁধে পা দিয়ে সবাই হেঁটে চলে যেতে পছন্দ করে। এটাইতো একাত্তর এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে পার্থক্য। ভোলার বাবা মনু মিয়া বলেছে আজ ফুটপাত থেকে একটা আধা পুরান সুয়েটার কিনে এনে দেবে ছেলেকে। দেখা যাক কী হয়। ওর বাবাতো আবার রাতে রিকশা চালায়। দিনে কিছুটা ঘুমায়। অবশ্য আর কিছুক্ষনের মধ্যেই বাসায় ফিরবে সে।

ইতোমধ্যে ভোলার সাথে ঘরের দরজায় দেখা হয়েগেলো মনু মিয়ার। বাবার মুখটা মাঘে ও ক্লান্তিতে বটগাছের পাতার মতো শুকিয়ে গেছে। আর ভোলার চোখেচোখ পড়তেই যেন গাছ থেকে পাতাটা মাটিতে ঝরে পড়লো। তাইতো ঘরে প্রবেশ করে মনু আমতা আমতা সুরে বললো," বাজান রে গতকালকে রিকশাডার সামনের চাক্কাডা পামছার হইছিল। তাই ঠিক মতো ক্ষেপ মারবার পারিনাই। যাও মারছিলাম চাক্কার পিছনেই গেছে। তয় বাজান চিন্তা করিছ না। ওহনতো মাঘ মাস, আর কয়দিন পড়েইতো ফাল্গুন আইবো। তরে না হয় একবারে একখান সুন্দর দেইখা জামা কিনা দিমুনে? বাবার এমন অসহায় আত্মসমর্পনে বুকটায় বাবার জন্য ভালোবাসার সাইরেন বেজে উঠলো ভোলার। যেন বটগাছটা আজ তার কাছে নুয়ে পরে ক্ষমা চাইছে। তাইতো লজ্জায়, ঠিক আছে বাবা কোন অসুবিধা নেই! বলে আরও যোগ করলো, সেটাই সব চাইতে ভালো হবে। এই দশ পনের দিনের জন্য কী দরকার একটা শীতের পোশাকের। এই কয়দিন পুরান জামাতেই চলবে। তবে নতুন জামাটা কিনে দিও বাবা। কারণ বুঝোতো স্কুল যেতে হয়। বাজান তুমি এখন ঘুমাও, তোমার বিশ্রামের দরকার। আমি স্কুলে যাই।

মনু আর ভোলার এই রসায়নটা সমাজের কেউ বুঝে না, তাইতো চায়ের দোকানে ভদ্রলোকটা ভোলাকে ধমক দিল। আর মনুর মহাজান চাকার টাকাটা মনুর ভাড়া থেকে কেটে রাখলো। এর মাঝেই ভোলার মা বললো, আয় বাজান কয়টা পানতা ভাত আছে। একটা মরিচ দিয়া ডইলা খায়া স্কুলে যা। সাথে সাথে ভোলা বললো, না মা! আমাকে একজন সাহেব একটা রুটি আর চা খাওয়াইছে। আজকে আর আমার খিদা নাই। ভাত কয়ডা তুমি আব্বারেই দিয়া দেও বলে সে স্কুলের পথ ধরলো।

ভোলা খেয়েছিল ঠিকই তবে চা-রুটি নয় বরং নির্দয় ধমক! কিন্তু মায়ের কাছে হয়েগেলো সেটা নাস্তা। এভাবেই ভোলারা মায়েদের কাছে কথা লুকায়। কিন্তু, মায়েরাও বুঝে। ভালো করেই জানে এ সমাজের সাহেবদের হালচাল। তবে জানে এটাই বাবার প্রতি ভোলাদের ভালোবাসার টান। তাইতো আঁচল চেপে শুধু কাঁদলো। এভাবেই একদিন মাঘ পেরিয়ে ফাল্গুন এলো।বাবাকে আবার জামার কথা মনে করিয়ে দিলো। বাবাও কথা দিলো-কাল সকালে জামা নিয়ে আসবে। অপেক্ষার প্রহর গুনতে রইলো ভোলা। বিছানায় এপাস ওপাস করতে রইলো। কখন মনু মিয়া জামা নিয়ে আসবে। পরের দিন সকালে সেই জামা গায়ে স্কুলে যাবে। কিন্তু সেদিন মায়ের চিৎকারে ভোলার ঘুম ভাঙলো। দেখলো ওর বাবাকে রিকশা থেকে ধরাধরি করে নামানো হচ্ছে। ভোলাও দৌড়েগেলো এবং দেখলো ওর বাবার একটি পা নেই! রোড দূর্ঘটনায় পা হারালো। আজ অনেক দিন পর ভোলাও মায়ের সাথে একটানা কাঁদলো! কেউ কাউকে শান্তনা দিলো না। তবে শান্ত না একটাই, বটগাছটাতো এখনও বেঁচে আছে। বাকী কাজটা তাকেই করতে হবে। ভোলা আর সেদিন স্কুলে গেলো না। বাবার রিকশাটা নিলো আর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। মা তাকিয়ে আঁচল চেপে কাঁদছে। বসন্তের কোকিল ডাকছে। গাছে গাছে নতুন পাতা বেরিয়েছে।

৮ বছর পর প্রীতি ম্যাচে হারের স্বাদ পেল স্পেন

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল মাঠে এক বছর পর হারের স্বাদ পেল স্পেন। ওয়েস্ট হামের মাঠ লন্ডন স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে স্পেনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুল তারকা লুইস দিয়াজের একক প্রচেষ্টায় তৈরি করা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন ক্রিস্টাল প্যালেসের কলম্বিয়ান রাইটব্যাক ড্যানিয়েল মুনোজ। এই গোলই নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির জয়।
ম্যাচে বল দখল ও আক্রমণে স্পেন এগিয়ে থাকলেও কাঙ্ক্ষিত গোলটি পায়নি তারা। কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তের অধীন এটি স্পেনের দ্বিতীয় হার। এর আগে স্পেন সর্বশেষ ম্যাচ হেরেছিল ২০২৩ সালের মার্চে। সেবার ইউরো বাছাইয়ের ম্যাচে স্কটল্যান্ডের কাছে হার দেখেছিল সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তবে প্রীতি ম্যাচ বিবেচনায় নিলে স্পেন কোনো ম্যাচে হারের দেখা পেল ৮ বছর পর। এর আগে ২০১৬ সালে প্রীতি ম্যাচে জর্জিয়ার কাছে হেরেছিল তারা। স্পেনের কোচ লা ফুয়েন্তে এ ম্যাচে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। অধিনায়ক রদ্রিসহ কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে একাদশের বাইরে রেখে তিন তরুণ তুর্কিকে অভিষেক করান তিনি। এ ম্যাচ দিয়ে স্পেনের জার্সিতে অভিষেক হলো বার্সেলোনার ১৭ বছর বয়সী আলোচিত ডিফেন্ডার পাউ কুবরাসি, অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের ড্যানিয়েল ভিভিয়ান ও রিয়েল সোসিয়েদাদ গোলরক্ষক অ্যালেক্স রেমিরোর।
তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি স্পেন। আর স্পেনকে হারিয়ে টানা ২০ ম্যাচে অপরাজিত থাকল নেস্তর লরেনৎসোর কলম্বিয়া। ম্যাচ শেষে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশ স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড জেরার্ড মোরেনো বলেছেন, 'আমাদের আরও কাজ (পারফরম্যান্স নিয়ে) করতে হবে, নিজেদের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং উন্নতি করতে হবে।'
স্পেনের বিপক্ষে জয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত কলম্বিয়ার কোচ লরেনৎসো বলেছেন, 'আজ প্রথমার্ধ আমাদের জন্য কঠিন ছিল। একপর্যায়ে স্পেন আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে খেলছিল। আমরা সেই পরিস্থিতি থেকে সফলভাবে বেরিয়ে আসতে এবং কৌশলগতভাবে ও আচরণগতভাবে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করেছি। এ জয়ের কৃতিত্ব তাই ছেলেদের দিতে হবে।'
একই রাতে অন্য ম্যাচে প্রীতি ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নেদারল্যান্ডস। আমস্টারডামে প্রথমার্ধে এক গোল দিলেও দ্বিতীয়ার্ধে স্কটিশদের জালে ডাচরা বল জড়ায় চারবার। এ হারের পর টানা ছয় ম্যাচে জয়হীন থাকল স্কটল্যান্ড, যেখানে তারা হজম করেছে সব মিলিয়ে ১৮ গোল।

পন্তের ফেরার ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে হার দিল্লির

আপনজন ডেস্ক: ঋষভ পন্তের দ্বিতীয় অভিষেক কিংবা দ্বিতীয় ইনিংস বলা যায়। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে প্রায় দেড় বছর পর আজ পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরেছেন। তবে ইনিংসটা বড় করতে পারেননি। করেছেন ১৩ বলে ১৮ রান। তবে এর মধ্যেই পুরোনো পন্তের ছোঁয়া দেখা গেছে। তাঁর ফেরার দিনে অবশ্য জিততে পারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির ১৭৫ রান পাঞ্জাব টপকে গেছে ৪ উইকেট আর ৪ বল হাতে রেখে।
১৭৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে পাঞ্জাবকে ভালো শুরু এনে দেন শিখর ধাওয়ান ও জনি বেয়ারস্টো। গড়েন ১৯ বলে ৩৪ রানের জুটি। ইশান্ত শর্মার বলে ২২ রান করে শিখর আর বেয়ারস্টো ৯ রানে রানআউট হয়ে ফিরলেও পাঞ্জাবের পরের ব্যাটসম্যানদের বড় চাপ নিতে হয়নি। ইমপ্যাক্ট সাব হয়ে নেমে প্রবশিমরান সিং করেছেন ১৭ বলে ২৬ রান। ৪ নম্বরে নেমে স্যাম কারেন ব্যাটিং করেন পরিস্থিতির চাহিদা মিটিয়ে। ৩৯ বলে ৫০ ছোঁয়া এই ইংলিশ অলরাউন্ডার আউট হন ৪৭ বলে ৬৩ রান করে। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন আরেক ইংলিশ অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন। ইনিংসের ১২তম ওভারে ক্রিজে এসে তিনি খেলেছেন ২১ বলে অপরাজিত ৩৮ রানের ইনিংস। ইনিংসের ১৯তম ওভারে খলিল আহমেদ পরপর দুই বলে কারেন আর শশাঙ্ক সিংকে আউট করলেও ম্যাচের ফলে প্রভাব ফেলেনি।
পন্ত যখন ক্রিজে আসেন, ৮ ওভারে দিল্লির রান ৭৪। দিল্লিকে এমন ভালো শুরু এনে দিয়ে যান ডেভিড ওয়ার্নার ও মিচেল মার্শ। দুই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনিংয়ে জুটিতে গড়েন ২০ বলে ৩৯ রানের জুটি। এরপর শাই হোপের সঙ্গে ওয়ার্নারের জুটি টেকে ২৮ বল, রান ওঠে ৩৫। ওয়ার্নার করেন ২১ বলে ২৯। পন্ত ক্রিজে এসেই স্পিনার হারপ্রিত ব্রারের প্রথম বলে কাট খেলার চেষ্টা করেন, তবে ব্যাটে বল লাগেনি।
পন্ত প্রথম বাউন্ডারি পান রাহুল চাহারের বলে, যদিও সেটা মিড উইকেটে হার্শাল প্যাটেল ক্যাচ মিস করেন বলে। এরপর হার্শালের বলে আরেকটি চার মারেন তিনি। পরে আউটও হন হার্শালের বলে। ১৯ ওভার পর্যন্ত দিল্লির রান ছিল ১৪৯। তবে শেষ ওভারে হার্শালের ছয় বল থেকে ২৫ রান তোলেন অভিষেক পোরেল। তাতেই লড়াই করার মতো পুঁজি পায় দিল্লি।
দিল্লি-পাঞ্জাব ম্যাচটি হয়েছে আইপিএলের নতুন ভেন্যু মহারাজা যদাবিন্দ্র সিং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। পাঞ্জাবের মুলানপুরে অবস্থিত স্টেডিয়ামটি আইপিএলের ৩৬তম ভেন্যু।

নেইমার কেন মেসি-রোনালদোর কাতারে যেতে পারেননি, জানালেন সাবেক আর্জেন্টাইন সতীর্থ

আপনজন ডেস্ক: পিএসজিতে নেইমারের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলেছিলেন হাভিয়ের পাস্তোরে। সে সময় নেইমারকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এ আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। সম্প্রতি আর্জেন্টাইন সংবাদপত্র 'লা ন্যাসিওন'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেইমারকে নিয়ে নিজের মত জানিয়েছেন পাস্তোরে। নেইমারকে নিজের দেখা সবচেয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের একজন বললেও ব্রাজিলিয়ান তারকাকে নিয়ে আক্ষেপের কথা জানিয়েছেন পাস্তোরে। বর্তমানে কাতার স্পোর্টস ক্লাবে খেলা এ মিডফিল্ডার বলছেন, নেইমার ফুটবলে শতভাগ মনোযোগী না হওয়ায় লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কাতারে যেতে পারেননি।
পিএসজিতে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে একসঙ্গে খেলেছেন নেইমার ও পাস্তোরে। নেইমারকে কেমন দেখেছেন, তা জানাতে গিয়ে পাস্তোরে বলেছেন, 'নেইমার একজন ফেনোমেনন। খুবই দারুণ একজন মানুষ। সে নিজের মনমতো জীবনযাপন করে। কেউ তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মেসি ছাড়া নেইমারের মতো এমন প্রতিভাবান খেলোয়াড় আমি আর

দেখিনি।' নেইমারের প্রশংসা করতে গিয়ে পাস্তোরে যোগ করেন, 'তার মধ্যে সব গুণ আছে। প্রতিক্রিয়া জানানোয়? সে সেরা। গতিতে? দারুণ গতিময়। বল পরিচালনায়? সেখানেও সে সেরা। আর ড্রিবলে? সে আপনার সঙ্গে যা খুশি করতে পারে। ফিনিশিং? যেকোনো পায়ে গোল করতে পারে। লাফানো? অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। তার মধ্যে সব আছে।' তবে নেইমারকে পাস্তোরে আক্ষেপও করেছেন, 'আপনি যদি স্বপ্নের খেলোয়াড়ের কথা বলেন, তবে আপনি নেইমারের কথা বলবেন। যদি সে চাইত তবে সে ব্যালন ডি'অরের জন্য মেসি-রোনালদোর সঙ্গে লড়াই করতে পারত। কিন্তু সে একেবারেই ভিন্নভাবে জীবনযাপন করে। ফুটবলের জন্য সে নিজেকে শতভাগ উজাড় করে দেয় না।'
২০১৭ সালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে সর্বশেষ খেলা পাস্তোরে নেইমারকে নিয়ে নিজের কথার ইতি টানেন এভাবে, 'আমি তাকে অনেক ভালোবাসি। চোটে পড়ার পর তাকে অনেক বার্তা দিয়েছি। পিএসজিতে শুরুর দিকে আমি তাকে দাম্ভিক মনে করেছিলাম। কিন্তু আমি ভুল ছিলাম।' নেইমার চোটে পড়েছিলেন গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে। গত ডিসেম্বরে তাঁর কোপা আমেরিকায় খেলতে না পারার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার। ১৪ মার্চ জানা গিয়েছিল, লাসমারের হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষা করিয়েছেন নেইমার। পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া নেইমার এখন মাঠে ফিরতে মরিয়া। আল-হিলালের চিকিৎসক দলের পর্যবেক্ষণে থেকে পেশির শক্তি বাড়ানোর কাজ করছেন তিনি। নেইমার শেষ পর্যন্ত পুরো ফিট হয়ে কবে মাঠে ফেরেন, সেটাই দেখার বিষয়।

মস্কো হামলায় রাশিয়া-প্যারাগুয়ে ম্যাচ বাতিল

আপনজন ডেস্ক: ডায়নামো মস্কোর মাঠে আগামী সোমবার প্রীতি ম্যাচ হওয়ার কথা রাশিয়া ও প্যারাগুয়ের। এর মধ্যেই শহরে সন্ত্রাসী হামলায় ১১৫ জন নিহতের ঘটনায় আজ তাৎক্ষণিকভাবে সোমবারের সেই ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। রাশিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে 'হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে প্যারাগুয়ে ফুটবল

অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা করে' ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার মস্কোর কনসার্ট হলে বন্দুকধারীদের অতর্কিত হামলায় অন্তত ১১৫ জন নিহত এবং প্রায় ১৪০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।
পুলিশ ১১ জনকে এর মধ্যেই আটক করেছে, যাদের মধ্যে চারজন হামলায় সরাসরি অংশ নেয় বলে জানানো হয়েছে। এরই মধ্যে ইসলামি স্টেট গ্রুপ এই হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে। প্রীতি ম্যাচটি পরে কোনো সময়ে আয়োজন করা হতে পারে বলে জানিয়েছে ফুটবল ফেডারেশন।

ইংল্যান্ডের ইউরো জার্সি পাল্টানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের, মানছে না এফএ

আপনজন ডেস্ক: ক্লাব ফুটবলে আপাতত বিরতি চলছে। সবাই ব্যস্ত আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ে। ঠিক এ সময়েই ইউরোপীয় ফুটবলে জাতীয় দলের জার্সি নিয়ে তুলকালাম শুরু হয়েছে।
সম্প্রতি অ্যাডিডাসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে নাইকির সঙ্গে জুটি বাঁধার ঘোষণা দেয় জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি)। ২০২৭ সাল থেকে জার্মানির সব পর্যায়ের জাতীয় দলের জার্সি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করবে বিশ্বের শীর্ষ ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকি।
স্বদেশি প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাসের সঙ্গে ডিএফবির চুক্তি নবায়ন না করার বিষয়টি জার্মান সরকার পর্যন্ত গড়িয়েছে। দেশটির ভাইস চ্যান্সেলর রবার্ট হাবেক ডিএফবির তিনটি স্ট্রাইপ (অ্যাডিডাসের ট্রেডমার্ক) ছাড়ার বিষয়টিকে 'দেশপ্রেমের অভাব' মনে করছেন।
এবার নাইকিরই বানানো ইংল্যান্ডের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জার্সি নিয়ে দেশটির রাজনীতিবিদেরা সমালোচনা করেছেন। আগামী জুনে জার্মানিতে বসবে ইউরোর ১৭তম আসর। এর প্রায় ৩ মাস আগেই ইংল্যান্ড জাতীয় দলের জার্সি উন্মোচন করেছে নাইকি। তবে গত সোমবার জার্সিটি উন্মোচনের পর থেকেই ইংল্যান্ডের সর্বমহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জার্সির কলারে সেন্ট জর্জেস ক্রসের রং (ইংল্যান্ডের পতাকায় যে লাল ক্রস) পাল্টানো হয়েছে। এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে আকাশি, নীল ও বেগুনি রং। তবে অনেকের চোখে এ ধরনের রংয়ের মিশ্রণকে 'এলজিবিটি কমিউনিটি'র প্রতীক 'রংধনু পতাকা'র মতো মনে হয়েছে।
বিষয়টি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও বিরোধীদলীয় নেতা স্যার কিয়ের স্টারমারেরও নজরে এসেছে। তাঁরা বিতর্কিত জার্সিটির সমালোচনা করে তা পাল্টানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ঋষি সুনাক বলেছেন, 'যখন আমাদের জাতীয় পতাকার কথা আসে, তখন বিষয়টি নিয়ে কোনোভাবেই ঝামেলায় জড়ানো উচিত নয়। কারণ, জাতীয় পতাকা আমাদের গর্ব ও আত্মপরিচয়ের উৎস। আমরা কে–জাতীয় পতাকা সেটার জানান দেয়। পতাকাকে তার মতোই নিখুঁত থাকতে দেওয়া উচিত।'
লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে আজ রাতে ব্রাজিলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। এই ম্যাচেই নাইকির বানানো নতুন নকশার জার্সি পরে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। তবে দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডক্টর ইয়ান ডার্চি প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স–এ তিনি লিখেছেন, 'আমাকে বলা হয়েছে কিয়ের স্টারমার যেন জাতীয় সংবাদমাধ্যমের বাইরে গিয়ে কথা বলেন এবং ইংল্যান্ডের নতুন রেপ্লিকা জার্সিতে পতাকার যে রং ব্যবহার করা হয়েছে, সেটার প্রতিবাদে আগামীকাল সন্ধ্যায় (আজ রাতে) ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচে ইংল্যান্ডের সব সমর্থককে কালো জার্সি পরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'
শুধু ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষই নন, খেলোয়াড়দের মধ্যেও নতুন জার্সি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছেন। গত রাতে আজারবাইজানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব–২১ দল। সে ম্যাচে লিভারপুলের ইংলিশ ফুটবলার হার্ভি এলিয়ট পতাকা ঢাকতে তাঁর জার্সির কলার তুলে রাখেন।
তবে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও বিরোধীদলীয় নেতা কিয়ের স্টারমার বিতর্কিত জার্সি বদলানোর আহ্বান জানালেও ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছে। এফএর দাবি, নতুন নকশার জার্সির মাধ্যমে ইংল্যান্ডের ১৯৬৬ বিশ্বকাপজয়ী দলকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।
ইংলিশ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির এক মুখপাত্র বলেছেন, '১৯৬৬–এর নায়কেরা যে রঙের ট্রেনিং গিয়ার (অনুশীলনের সরঞ্জাম) পরেছিল, সেখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে কলারের পেছনে এটা ব্যবহার করা হয়েছে।
ইংল্যান্ডের জার্সিতে সেন্ট জর্জেস ক্রসের রংয়ের পরিবর্তে ভিন্ন রঙের ব্যবহার এবারই প্রথম নয়।'
ইএসপিএন সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পরও জার্সিটি বাজার থেকে তুলে নেওয়া কিংবা নতুন নকশার জার্সি নিয়ে আসার কোনো ইচ্ছা নেই এফএর। ইএসপিএনকে দেওয়া বিবৃতিতে নাইকিও এফএর সুরে সুর মিলিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, '২০১২ সাল থেকে আমরা এফএর গর্বিত অংশীদার। ইংল্যান্ডের সমর্থকদের কাছে সেন্ট জর্জেস ক্রসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব কতখানি, তা আমরা বুঝি। সমর্থকদের অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছা কখনোই আমাদের ছিল না।'
বাজারে আসা ইংল্যান্ডের বিতর্কিত এই জার্সির দুই রকম দাম ধরা হয়েছে। বড়দের জার্সি কিনতে লাগবে ১৫৭ ডলার, শিশুদের জন্য কিনতে হলে গুনতে হবে ১৫১ ডলার। আজ রাতে ব্রাজিলের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের কতজন সমর্থক এই জার্সি পরে ওয়েম্বলিতে যাবেন, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

নাটকীয়তার ম্যাচে শেষ বলে কলকাতার জয়

আপনজন ডেস্ক: জয়ের জন্য শেষ দুই ওভারে হায়দরাবাদের দরকার ছিল ৩৯ রান। কলকাতা অধিনায়ক বল তুলে দিলেন মিচেল স্টার্কের হাতে, যাঁকে এবারের নিলামে রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনেছে তাঁর দল।
ব্যাটিংয়ে তখন হাইনরিখ ক্লাসেন, গত বিশ্বকাপে যিনি 'বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের' জন্য 'হালাকু খান' নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। ২৪ কোটি বনাম হালাকু খানের লড়াইটা হলো একপেশে। পাঁচ বলের তিনটিতেই ছয় মারলেন ক্লাসেন। এক বল সুযোগ পেয়ে স্টার্ককে ছয় হাঁকালেন শাহবাজ খানও। এক ওভারে ২৬ রান খরচ করে ম্যাচটা কলকাতার হাতছাড়াই করে ফেলেছিলেন স্টার্ক। তবে জয়ের হাসিটি শেষ পর্যন্ত স্টার্কই হেসেছেন। ক্লাসেন পুড়েছেন কাছে গিয়ে শেষ করতে না পারার আক্ষেপে। হারশিত রানা নামের এক তরুণ পেসারের নৈপুণ্যে হায়দরাবাদকে ৪ রানে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
ক্লাসেন-ঝড়ের আগে-পরে কলকাতা যে ম্যাচে এগিয়ে ছিল, তাতে মূল অবদান আন্দ্রে রাসেলের। ক্যারিবীয় তারকা যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, কলকাতার রান ছিল ১২.১ বলে ৫ উইকেটে ১০৫। এখান থেকে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত দলের রান দুই শর ওপারে নিয়ে যান রাসেল। ৭ ছক্কা আর ৩ চারে মাত্র ২৫ বলে খেলেন ৬৪ রানের অপরাজিত ইনিংস। কলকাতার ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪০ বলে ৫৪ রান করেন ইংলিশ ওপেনার ফিল সল্ট। ২০৮ রান তাড়া করতে নামা হায়দরাবাদ ৭.১ ওভারে ১ উইকেট হারিয়েই তুলে ফেলে ৭১ রান। এবার দৃশ্যপটে হাজির হন বোলার রাসেল। প্রথমে অভিষেক শর্মা (১৯ বলে ৩২ রান), এরপর আবদুল সামাদকে (১১ বলে ১৫) তুলে নিয়ে হায়দরাবাদকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন। তবে প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বাধীন দলটিকে পথহারা হতে দেননি ক্লাসেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার এই ব্যাটসম্যান বরুণ চক্রবর্তীর দুই ওভারে ৪টি ছয় আর স্টার্কের ১৯তম ওভারে স্টার্ককে ৩টি ছয় মেরে জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলেন। শেষ ওভারে যখন জয়ের জন্য ১৩ রান দরকার, তখনো হারশিতের প্রথম বলে নেন ছয়, পরের বলে ১। তৃতীয় বলে শাহবাজ আউট হওয়ার পর পঞ্চম বলে স্লোয়ারে তাল মেলাতে না পেরে ক্যাচ দেন ক্লাসেনও। শেষ বলে জয়ের জন্য পাঁচ রান দরকার ছিল হায়দরাবাদের। কিন্তু অধিনায়ক কামিন্স বল ব্যাটেই লাগাতে পারেননি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
কলকাতা: ২০ ওভারে ২০৮/৭ (রাসেল ৬৪*, সল্ট ৫৪, রমনদীপ ৩৫; নটরাজন ৩/৩২, মারকান্দে ২/৩৯)।
হায়দরাবাদ: ২০ ওভারে ২০৪/৭ (ক্লাসেন ৬৩, অভিষেক ৩২; হারশিত ৩/৩৩, রাসেল ২/২৫)।
ফল: কলকাতা নাইট রাইডার্স ৪ রানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: আন্দ্রে রাসেল।

অবসর ভেঙে পাকিস্তান দলে ফিরছেন ইমাদ

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পিএসএলের শেষ দিকের ঘটনা। ইমাদ ওয়াসিম পিএসএলে তাঁর দল ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে টানা চারটি বাঁচা-মরার ম্যাচ জিতিয়েছেন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। এর মধ্যে তিনটিতেই তিনি হয়েছেন ম্যাচসেরা। এর পর থেকেই আলোচনা-স্পিনিং এই অলরাউন্ডারকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের খুব প্রয়োজন। গুঞ্জন ওঠে, অবসর ভেঙে ইমাদকে ফেরানো হতে পারে পাকিস্তান দলে।
এবারের পিএসএলের শিরোপা জেতা ইসলামাবাদের অধিনায়ক শাদাব খানও তুলে ধরেছিলেন এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি। সব মিলিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও (পিসিবি) ইমাদের সঙ্গে তাঁর অবসর ভেঙে ফেরা নিয়ে কথা বলার উদ্যোগ নেয়। ইমাদের সঙ্গে পিসিবির কর্মকর্তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সমর্থকদের জন্য সুখবর দিলেন ইমাদ–অবসর ভেঙে আবার ফিরছেন তিনি পাকিস্তান দলে। ইমাদ তাঁর ফেরার খবরটি দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে। ইমাদ আজ এক্সে নিজের অবসর ভেঙে ফিরে আসা নিয়ে লিখেছেন, 'পিসিবি কর্মর্তাদের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমি এই ঘোষণা দিতে পেরে আনন্দিত যে আমার অবসরের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করছি। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আমি এই সংস্করণে পাকিস্তানের ক্রিকেটে আমার থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করছি।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**